শাক্যমুনিচরিত

ও

নির্ব্বাণতত্ত্ব

দ্বিতীয় ভাগ।

স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ

প্রণীত।

তদনুগ বন্ধু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্।
ক্ষপয়েৎ কল্পভাষন্তো ন চ বুদ্ধগুণক্ষয়ঃ॥"
ললিতবিস্তরঃ।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১৮০৪ শক।

শাক্যমুনিচরিত

ও

নির্ব্বাণতত্ত্ব

দ্বিতীয় ভাগ।

স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ

প্রণীত।

তদনুগ বন্ধু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্।
ক্ষপয়েৎ কল্পভাষন্তো ন চ বুদ্ধগুণক্ষয়ঃ॥"

ললিতবিস্তরঃ।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৪ শক।

শাক্যমুনিচরিত

ও

নির্ব্বাণতত্ত্ব।

অধ্যয়ন ও তপশ্চরণ।

গৃহ হইতে নির্গমন কালে বুদ্ধদেব যখন ছন্দকের নিকট অশ্ব ও আভরণ চাহেন তখন সে হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে রোদন করিতেছিল ও অশেষ প্রকারে কুমারকে প্রবোধ দিয়াছিল। তৎকালে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল পুনরায় আমরা তাহার সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

ছন্দক। আর্য্য! কমললোচনা মনিরত্নভূষিতা গলে হারাবলম্বিনী মেঘমুক্ত সৌদামিনীর ন্যায় লাবণ্যময়ী পার্শ্বস্থ শয়ানা এই পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না, সুন্দরী কিন্নরীগণের এমন মৃদঙ্গ বংশবেণুসংযুক্ত সুললিত তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরিত্যাগ করিবেন না, এরূপ সুগন্ধ দ্রব্যে অনুলিপ্ত স্রক চন্দনাদি বা কি বলিয়া উপেক্ষা করেন।

বিবিধরসপূর্ণ ব্যঞ্জনাদি উপাদেয় আহার্য্য ও মিষ্টান্ন ছাড়িয়াই বা কোথায় যাইবেন, বিশেষতঃ গ্রীষ্মে শীতলতাসঞ্চারী ও শীতে উষ্ণতাপ্রদায়ী এরূপ পরিচ্ছদ ও উদ্যান ভূমি পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইবেন? অতএব অগ্রে আপনি এই সুখদ বস্তু ভালরূপে উপভোগ করুন পরে উপযুক্ত সময় হইলে যাইবেন।

বুদ্ধ। ছন্দক! আমি রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দজনিত বিবিধ সুখ অপরিমিতরূপে ভোগ করিয়াছি, স্ত্রী পুত্রের রসাস্বাদও অনুভব করিয়াছি। প্রভূত ঐশ্বর্য্যে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি, কিন্তু দেখিলাম এই সকল বিষয় ভোগে কেবল বাসনাই প্রবল হয়, তাহাতে আর আমার শান্তি হইতেছে না, সংসার নিতান্ত অসার। দেখ, ইহাতে আবদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের তৃষ্ণাই বাড়ে, তবে আর তৃপ্তি কোথায়? এই বাসনা তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল, বাসনাহীন তৃষ্ণাহীন লোক কি সুখী কি শান্ত! পার্থিব কোন পদার্থে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই, ইন্দ্রিয়জনিত কোন প্রকার সুখে যাঁহার অভিলাষ নাই, তিনি প্রকৃতিস্থ আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার চিত্তেই পরম সন্তোষ, তাঁহার জীবনেরও আশা নাই মরণেরও ভয় নাই। তিনি নির্ব্বাসন ও পৃথিবীতে জীবন্মৃত ও সদানন্দ, ইনি জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধির অতীত। ছন্দক অতএব আমিও এই জগৎ উপেক্ষা করিয়া গমন করিতেছি।

তদাত্মনোত্তীর্য্য ইদং ভবার্ণবং
সর্বৈরদৃষ্টিগ্রহক্লেশরাক্ষসং।
স্বয়ং তরিত্বা চ অনন্তকং জগৎ
স্থলেহন্তরীক্ষে অজরামরে শিবে॥

ল, বি, ১৫, অ।

মিথ্যাদৃষ্টিরূপ গ্রহ ও ক্লেশরূপ রাক্ষসপূর্ণ এই ভবসাগর স্বয়ং পার হইয়া অনন্ত জগৎকে আমি অজয় অমর ও মঙ্গলময় ভূলোকে এবং দ্যুলোকে প্রবেশ করাইব।

তখন ছন্দক নিরতিশয় শোকসন্তপ্তহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং অতি কাতর স্বরে বলিল তবে, দেব, আপনার এই দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে? ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন "অচলাচলমব্যয়ং দৃঢ়ং, মেরুরাজেব যথা সুদুশ্চলং।" আমার নিশ্চয় অচলের ন্যায় অচল অব্যয় এবং দৃঢ়। ইহা পর্ব্বতরাজের ন্যায় অতি দুশ্চল। যুবরাজ সেই নিশাকালে ঘোর তিমিরাবৃত, বিপদাকীর্ণ নানা হিংস্র জন্তু পরিপূরিত নিবিড় অরণ্যানী দিয়া অশ্বোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে উষাকালে অনোমা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অমূল্য স্বর্ণ ও হীরা মুক্তাযুক্ত আভরণাদি গাত্র হইতে উন্মোচন করত ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। তুমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতার শোকাপনোদন করিবে এই বলিয়া অশ্বসহ তাহাকে তথা হইতে বিদায় দিলেন। সে চলিতেছে আর সজলনয়নে

পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া যুবরাজের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে, যত দূর দৃষ্টি যায় ছন্দক এই ভাবে চলিয়া গেল। যে স্থান হইতে ঐ অশ্বরক্ষককে বিদায় দেওয়া হয় তথায় নাকি অদ্যাপি এক চৈত্য নির্ম্মিত আছে। ললিত বিস্তরেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত চীন পর্য্যটক ফা হিয়ন বলেন আমি যখন কুশি (১) নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম তখন পথিমধ্যে একটি নিবিড় ঘনসন্নিবিষ্ট বিটপিপরিবেষ্টিত কাননের প্রান্তভাগে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ দর্শন করি, তাহা এই।

গৌতম তখন একা নিষ্কণ্টক হইলেন। তথায় তিনি খড়্গদ্বারা কেশগুচ্ছ ছেদন করিয়া কেশ গুলি ঊর্দ্ধে উড়াইয়া দিলেন। এ স্থানে এক চৈত্য স্থাপিত হয়। ঐ স্থানকে চূড়াপ্রতিগ্রহণ বলিয়া থাকে। শাক্য পৃথিবীর সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল এই ভাবিয়া কেশ অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপ করিয়াছিলেন। ত্যাগ দ্বিবিধ, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। ইহা স্বাভাবিক ও সাধনের পক্ষে বিশেষ হিতকারী যে অন্তরস্থ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কোন বিষয় ছাড়িতেই হইবে। ঐ কেশত্যাগ তাঁহার চিত্তের সমুদায় বাসনাত্যাগের নিদর্শন হইয়াছিল। পরে তিনি আপনার পরিধানের প্রতি

---

(১) কুশিনগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে ৫০ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত ছিল। এখন ইহার ভগ্নাবস্থা।

দৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন ইহাতো আমার শোভা পায় না, এ বেশ সংসারীর আমার নহে। এমন সময়ে এক ব্যাধের নিকট তাহার কষায় বস্ত্র গ্রহণ করত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। এখানেও এক চৈত্য স্থাপিত হয়, তাহার নাম কাষায়গ্রহণ। তিনি প্রথমতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শাকীনাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তৎপরে পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তদনন্তর রৈবতনামা ব্রহ্মঋষির আশ্রমে গমন করেন। ইহাঁরা সকলেই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করত পান ভোজনাদি অর্পণ করেন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে গমন করিতে করিতে অতপরঃ তিনি বৈশালী নগরে (২) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় অরাড় কালীম নামে এক শ্রাবক সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহার তিন শত শিষ্য ছিল, তাহাদিগকে তিনি যাহাতে অকিঞ্চনতা লাভ হয় তাদৃশ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। বুদ্ধ তাঁহার নিকট গিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন আমার শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আছে, যদ্দ্বারা আমি একা অপ্রমত্তভাবে অন্তরীক্ষচারী দূরগামী বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতে সক্ষম। ঈদৃশ ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, এবং লাভ করিয়াছি। এতদপেক্ষা যাহা অধিক আছে,

---

(২) পুরাতন মানচিত্র অনুসারে ইহা পাটনার উত্তর। কেহ বলেন বৈশালী বদরীকাশ্রম কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম, কারণ বুদ্ধ দক্ষিণাভিমুখেই গমন করিয়াছিলেন।

তাহা আমাকে শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন আমিও এই পর্য্যন্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছি, অতএব আইস আমরা দুজনে মিলিত হইয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদান করি। এই ধর্ম্মে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি মোক্ষান্বেষণে তথা হইতে বহির্গত হইয়া মগধরাজ্যে বিহার করিতে লাগিলেন।

তিনি একা ভিক্ষুবেশে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে রাজগৃহ * নামে মহানগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সে সময়ে মহাপ্রভাবশালী মগধেশ্বর বিম্বসার জীবিত ছিলেন, এই নগর তাঁহারি রাজধানী ছিল। চতুর্দ্দিক বিন্ধ্যপর্ব্বতের শ্রেণীতে পরিশোভিত থাকাতে ইহা বড় রমণীয় ছিল। ঐ নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে বুদ্ধদেব তথায় অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করিলেন। একদা ভিক্ষা পাত্র লইয়া তিনি রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীর রূপ-লাবণ্য দেখিয়া রাজপরিবারস্থ নরনারী শোকে আকুল হইয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল এবং পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল, হায়! কোন্ রাজকুমার জননীকে শোকে দগ্ধ করিয়া আসিয়াছে, হায়! কোন্ রমণীকে এ অভাগিনী করিয়া বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার শারীরিক লক্ষণে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে,

---

* বর্ত্তমান গয়ার নিকট রাজগিরি পাহাড়কে রাজগৃহ বলিত।

সন্ন্যাসী বেশ ও ভিক্ষুর অবস্থায় সে চিহ্ন প্রচ্ছন্ন থাকে না। অনন্তর রাজা বিম্বিসার দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুকে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ভিক্ষান্ন দিয়া গৌতমকে বলিলেন, মহাশয়, আপনি আমার রাজ্যেই কেন চির দিন অবস্থিতি করুন না, কোথায় আর দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিবেন, আপনার সমুদায় কামনা পূর্ণ করিব। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, আমি যে বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। বাসনাতে যে জীবের অশেষ ক্লেশ, ইহা যে লবণাক্ত জলের ন্যায় অতৃপ্তকর, এমন অসার বস্তুতে কি কখন মানবের তৃপ্তি হয়? অসার বিষয়-সুখে বদ্ধ জীব কত ক্লেশ পাইতেছে, হে নরেন্দ্র, তাহা কি আপনি দেখিতেছেন না, আবার তাহা আমাকে উপভোগ করিতে বলিতেছেন? "পরমশিবং বরবোধিং প্রাপ্তুকামঃ" আমি এখন পরমমঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

শাক্যসিংহের সুমধুর বচন শ্রবণে রাজা বিম্বসার দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হইল, মনে শান্তিরসের সঞ্চার হইল। অবাক্ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন এবং নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব, আপনি কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং আপাতত কোথায় যাইবেন? আপনার পিতামাতা কে ও কোথায় জন্মগ্রহণ

করিয়া মাতৃভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন? তিনি আদ্যোপান্ত আত্মবিবরণ জ্ঞাপন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রুদ্রক নামে এক মহা সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজগৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। ইনি সংজ্ঞা এবং অসংজ্ঞা এ দুয়ের অতীত ভূমিতে আরূঢ় করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার আকার ও প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। বিশেষ তাঁহার সহিত দুই এক বার কথাবার্ত্তা কহিলেই অতিতীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী বলিয়া প্রতীত হইত। ব্রত তপ আচরণ করিবেন বলিয়া বুদ্ধ তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। রুদ্রক তাঁহাকে শিষ্যত্বস্বীকারার্থ সমাগত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। মহাবীর শাক্য পুণ্য জ্ঞান সমাধি প্রভাবে লৌকিক এবং অলৌকিক সমুদায় প্রকারের যোগসম্পত্তি লাভ করতঃ আচার্য্য রুদ্রককে জিজ্ঞাসা করিলেন সংজ্ঞা অসংজ্ঞাতীত ভূমির অতীত অন্য কোন ভূমি আছে? তিনি বলিলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন ইঁহার শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা নাই। অতএব তিনি বলিলেন, তবে আপনি যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। রুদ্রক বলিলেন, আইস আমরা দুজনে মিলিত হইয়া শিক্ষা দান করি। তিনি উত্তর করিলেন আপনার এ পথ নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্যক্ বোধ, শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি, অথবা নির্ব্বাণের জন্য

নয়। এই বলিয়া তিনি সশিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। গৌতমের ভাব দেখিয়া রুদ্রকের পাঁচ জন ব্রহ্মচারী ছাত্র স্বীয় গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। শাক্যসিংহ এই উভয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট পূর্ব্বতন দর্শনাদি ও নির্ব্বাণের তত্ত্ববিষয়ে যে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাতে তাঁহার লক্ষ্য সাধন হইল না। কারণ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া চিত্তে নির্ব্বাণ ও জীবনে জ্ঞান কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহা যে সাধনসাপেক্ষ তাহা তাঁহার মনে প্রতীত হইল। সুতরাং সাধনার্থী হইয়া গয়ার শীর্ষপর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন।

তিনি তখন নিতান্ত মুক্তিলাভার্থী হইয়া চিন্তা করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে, যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রমণ শরীর ও মনে কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করেন নাই, অথচ কামনার বিষয়সকলের আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, নিবৃত্ত হইয়া আত্মা ও শরীরসম্পর্কীয় দুঃখকর কটু তীব্র বেদনা অনুভব করেন, তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্ম হইতে আর্য্যোচিত জ্ঞানবিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে কখন সমর্থ নহেন, কেন না আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা আর্দ্র কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে কখন তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইতে পারে না। এই রূপ যাঁহারা চিত্তে এবং যাঁহারা শরীর মন উভয়েতই কাম-

নার বিষয় হইতে দূরে গমন করিয়াছেন, অথচ পূর্ব্ববৎ অবস্থা তাঁহাদিগেরও এই দশা। যদি কেহ অগ্নি চায় তবে তাহাকে শুষ্ক কাষ্ঠের সঙ্গে শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে হইবে। আমি কামনার বিষয়সকল হইতে শরীর ও চিত্তে দূরে অবস্থিতি করিব এবং জানি, কামনার আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া যাহাতে আত্মার পুনরাগমন ও শরীরে ক্লেশ উৎপন্ন হয় ঈদৃশ বেদনা (জ্ঞানকে) অবরোধ করিতে হইবে। অতএব আমি মনুষ্যধর্ম্ম হইতে আর্য্যোচিত জ্ঞান ও দর্শন বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সক্ষম। ফলতঃ এই শেষোক্ত প্রতীতি তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় মুদ্রিত হইল। তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে যেমন ইন্দ্রিয়দিগকে ও মনকে বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, তদ্রূপ আত্মা ও শরীরকে কঠোর নির্যাতনে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিতে হইবে। কৃচ্ছ্র সাধনে অলৌকিক শক্তি জন্মে ও আত্মদৃষ্টি বিকশিত হয়, ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল।

বুদ্ধদেব এই ভাবিয়া পঞ্চ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে উরুবিল্বগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রাম বর্ত্তমান বুধগয়ার নিকটবর্ত্তী, এখন ইহাকে উরাইল বলে। এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। নৈরঞ্জনা নদী ধীরে ধীরে কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, চারি দিক বৃক্ষ ও লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত, জনকোলাহলশূন্য, নিবিড় বন পুষ্প-

রাজীর মকরন্দে আমোদিত, সুমন্দ সুশীতল বায়ু হিল্লোলে অটবি আন্দোলিত, যেন তাহারা আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে; সুন্দর পক্ষীরা আপন মনে সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহারা পরম বৈরাগী যোগীর বিমলানন্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া শাক্যের চিত্ত উল্লসিত করিতেছে। এমন মনোহর স্থান দর্শন করিয়া তাপস বুদ্ধের মন প্রসন্ন হইল। তিনি দেখিলেন, তিনি এমন সময়ে জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে সময়ে লোককে যথার্থ তপশ্চরণ শিক্ষা দিতে হইবে। কেন না সে সময়ে লোকসকল বহির্দৃষ্টি বশতঃ অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্র সাধন বা অকৃচ্ছ্র সাধনে কায়শুদ্ধি অন্বেষণ করিত। যেমন গোব্রত মৃগ অশ্ব বরাহ বানর এবং হস্তিব্রত, অথবা গৃধ্র ও পেচকের পক্ষ ধারণ, ধূমপান, অগ্নিপান, আদিত্য নিরীক্ষণ, উর্দ্ধবাহু উর্দ্ধপদ হইয়া একপাদে স্থিতি, অথবা রোম মশ্রু কেশ নখ চীবর পঙ্ক করঙ্ক ধারণ ইত্যাদি। সে সময়ে লোকে ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র, বিষ্ণু, কাত্যায়নী, কুমার, চন্দ্র, আদিত্য, প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিত। গিরি, নদী, উৎস, হ্রদ, তড়াগাদি আশ্রয় করিয়া বাস করিত। গৃহস্তম্ভ, পাষাণ, মুসল, অসি, ধনু, পরশু, শর, শক্তি, ত্রিশূল দর্শন করিয়া নমস্কার করিত। দধি ঘৃত সর্ষপ যব প্রভৃতিকে মাঙ্গল্য বস্তু মনে করিত। কেহ কেহ মনে করিত পুত্র দ্বারাই স্বর্গ লাভ হয়। এই রূপ অনেক প্রকার অজ্ঞানাবৃত পথে ধাবিত হইয়া লোক

সকল ভবসাগরে বদ্ধ ছিল। তাই তিনি দৃঢ় প্রযত্নের সহিত যথার্থ যোগ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নৈরঞ্জনানদীতীরে তিনি ছয় বর্ষ কাল মহাঘোর সুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে, প্রথমতঃ একটি তিল বদরী বা তণ্ডুল তিনি আহার করিতেন, পরিশেষে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া অনশনব্রতধারী হইয়াছিলেন। মহাবীর শাক্য নিশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধক আস্ফানক ধ্যান অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি আরম্ভ করিলেন। "অকল্পং তদ্ধ্যানমবিকল্পমনিঞ্জনমপনীতমস্পন্দনং সর্ব্বত্রানুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চানিঃসৃতং।" ললিত বিস্তরে লিখিত হইয়াছে যে, সংকল্পবিবর্জ্জিত চেষ্টাহীন স্পন্দরহিত সর্ব্বানুগত অথচ সর্ব্বস্থান হইতে বিনিঃসৃত এইরূপ সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। এই ধ্যান আকাশের ন্যায় সমুদায় উপাধিশূন্য এজন্য ইহার নাম আস্ফানক। অনুপযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদিগকে যথার্থ অনুষ্ঠান, পুণ্যফল, জ্ঞানবল, ধ্যানের অঙ্গ বিভাগ, শারীরিক বলের স্থিরতা, চিত্তের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য অসংস্কৃত ভূমিতে ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া বীরাসনে উবিষ্ট হইলেন। এইরূপে উপবেশন করিয়া চিত্ত দ্বারা আপনার শরীরকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নিপীড়নে হেমন্তকালের রাত্রিতেও তাঁহার কক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বিনিঃসৃত

হইতে লাগিল। আস্ফানকধ্যাননিরত শাক্যের মুখ নাসার শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হইল। কর্ণরন্ধ্র দ্বারা মহাশব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তদনন্তর শ্রোত্রের পর্য্যন্ত বায়ু অবরুদ্ধ হইল। ইহাতে বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া শির ও কপালে আঘাত করিতে লাগিল। কুন্তা (স্থালী) বা শক্তি দ্বারা আঘাত করিলে যে প্রকার অসহ্য ব্যথা হয় এ অবস্থায় তিনি সেই প্রকার আঘাত অনুভব করিতে-ছিলেন। ফলতঃ অটল অচলবৎ, স্থির বৃক্ষবৎ, নিস্পন্দ জড়বস্তুবৎ, বুদ্ধদেব স্থিরভাবে অনশনব্রতধারী হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। এই সময় তাঁহার আর বাহ্য জ্ঞান ছিল না। কত বর্ষা কত তীক্ষ্ণ উত্তাপ তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এক স্থানে একাসনে নিষণ্ণ ছিলেন; কখন সম্যক্ প্রকারে জানুপ্রসারণ করেন নাই। তিনি এত-দূর দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে তৃণ বা তূলা নাসাদ্বারা প্রবিষ্ট করিলে কর্ণ দিয়া বহির্গত হইত, কর্ণ দিয়া প্রবেশ করাইলে মুখ দিয়া বাহির হইত। তাঁহার শ্রী এমনি বিকৃত হইয়াছিল যে গোপবালক প্রভৃতি তাঁহাকে পাংশুপিশাচ মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি নিঃক্ষেপ করিত। সে যাহা হউক, সেই কঠোর সাধনে তাঁহার তপ্তকাঞ্চননিভ দেহ কালিমায় পরিণত হইল, রক্ত মাংস শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িল, নয়নদ্বয় কোটরস্থ হইল, পঞ্জর ও পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড দেখা যাইতে লাগিল, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, উত্থানশক্তিরহিত,

কেশসকল হস্তস্পর্শে খসিয়া পড়িতে লাগিল। অতি ক্লেশে একদা সেই তপস্যার স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পঞ্চ শিষ্য তাঁহাকে গতাসু বিবেচনা করিয়া ভীত হইল। শাক্য তখন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" শরীর ধর্ম্মের প্রধান সাধন, তাহার দুর্ব্বলতায় সাধনে অক্ষম হইতে হয়, ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিলেন। তখন অল্প পরিমাণে আহার করিতে অভিলাষ করিলেন। তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধন পরিত্যাগ দেখিয়া শিষ্যেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া বারাণসীতে গমন করিল। হায় পুত্র বাৎসল্যের কি আকর্ষণ! রাজা শুদ্ধোদন এই কঠোর তপস্যাকালে লোক পাঠাইয়া কুমারের সংবাদ লইতেন। তাঁহার সহসা কোনরূপে মৃত্যু না হয় এজন্য নিশ্চিত সতর্ক থাকিতেন।

ললিতবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে যে এই ষড় বর্ষের দুশ্চর সাধন সময়ে শাক্যের মাতা মায়াদেবী যেন আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া স্বর্গপুরী হইতে আসিয়া তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তনয়ের ক্লেশ দেখিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইলেন। তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে এজন্য স্বীয় পুত্রের নিকট বিনীত হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধদেব তদবস্থায় তাঁহাকে যোগবলে দর্শন করিয়া বলিলেন, স্বর্গে আমরা মিলিত হইব, কোন ভয় নাই। ফলতঃ এইরূপ কষ্ট সাধ্য তপস্যায় ম্রিয়মাণ ও বিবর্ণ শাক্য মনোরথসিদ্ধ না হওয়াতে চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন, জীবন যেন নিতান্ত

ভারবহ হইয়া উঠিল, চারি দিকে যেন ঘোর তিমিরাবৃত অরণ্যময় বোধ হইতে লাগিল। কত প্রকারের সংশয় তাঁহার হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিল। ভয়ানক আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মধ্যে নিপতিত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিকট আবার নূতন পরীক্ষা উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ সিদ্ধ-কাম না হওয়াতে ভাবিলেন তবে কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? পিতার স্নেহপাশ ও প্রেমাশ্রু সহজেই যে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমায় গৃহে রাখিতে কত অনুরোধ করিলেন, আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার মনে কি তীব্র বেদনা দিয়াছি তাহা স্মরণেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রিয়তমা ভার্য্যা গোপা আমার অদর্শনে কতই না শোকার্ত্ত হইয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিয়াছে, আসিবার সময় মনে হইয়াছিল সেই শিশু রাহুলকে ক্রোড়ে লইয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া আসি, কিন্তু পাছে পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি আমার অভিগমনের বাধা দেন সেই আশঙ্কায় মনের ক্ষোভ মিটাইতে পারিলাম না। বন্ধুবান্ধবের প্রণয়, আত্মীয় স্বজনের সস্নেহ উপদেশ, মাতা গৌতমীর রোদন, আমি ত অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এসব কিসের জন্য করিলাম, কি উদ্দেশে এত কষ্ট বহন করিলাম, কেন এত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, ছন্দক যে আসিবার সময় আমায় কত বুঝাইল কত কাঁদিল, কত মধুময় বচনে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল, আমি ত কিছুই মানিলাম না।

এখন কোন্ মুখেই বা দেশে ফিরিয়া যাই, লোকের নিকট মুখ দেখাইবই বা কেমন করিয়া। যাহা ভাবিলাম তাহা হইল না, কিন্তু তাহা না লইয়া কপিলবস্তুতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যে কাপুরুষের কার্য্য। আর এ অসার জীবনেই বা প্রয়োজন কি? যে মুক্ত হইয়া জীবের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারিল তাহার এ জড়পিণ্ড বহন করা কি জন্য? হায়! পুনরায় নির্লজ্জ হইয়া কি এই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব? যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অক্ষম, যাহাদের চিত্তের দৃঢ়তা সহজেই বিচলিত হইয়া যায়, তাহারা আবার কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে?

এইরূপ চিত্তের আন্দোলিতাবস্থায় মার (১) নামে ভীষণ প্রলোভন তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিল। কেমন মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। "হে শাক্যপুত্র! উঠ, কেন এত শরীরকে কষ্ট দিতেছ? মনুষ্যের জীবন লাভই শ্রেয়, জীবিত থাকিলে তবেত ধর্ম্মাচরণ করিবে? তুমি যে অত্যন্ত কৃশ বিবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছ, মরণ যে তোমার সন্নিকট তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? তুমি যোগক্ষেমপ্রাপ্তির আশয়ে ও ভবিষ্যতে মহৎ পুণ্যলাভার্থ এই সুন্দর শরীর কেন পাত করিতেছ?

(১) মারঃ কামাধিপতিঃ।

ল বি, ১৮, অ।

এমন দুঃখমার্গে চিত্তনিগ্রহ করিয়া ফল কি? যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণকে প্রচুর অর্থ দান কর তোমার মহাপুণ্য লাভ হইবে, নির্ব্বাণের প্রয়োজন কি? আমি তোমায় প্রচুর ধন রাজ্য দিতেছি, এই ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া সুখ সম্ভোগ কর।”

“নৈবাহং মরণং মন্যে মরণান্তং হি জীবিতং।
অনিবর্ত্তী ভবিষ্যামি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ॥
স্রোতাংস্যপি নদীনাং হি বায়ুরেব বিশোষয়েৎ।
কিং পুনঃ শোষয়েৎ কায়ং শোণিতপ্রহিতাত্মনাম্॥
শোণিতে তু বিশুষ্কে বৈ ততো মাংসং বিশুষ্যতি।
মাংসেষু ক্ষীয়মাণেষু ভূয়শ্চিত্তং প্রসীদতি॥
ভূয়শ্ছন্দশ্চ বীর্য্যঞ্চ সমাধিশ্চাবতিষ্ঠতে।
তস্যৈবং মে বিহরতঃ প্রাপ্তস্যোত্তমবেদনাং॥
চিত্তং নো বেক্ষতে কায়ং যস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধতাং॥
অস্তি চ্ছন্দস্তথা বীর্য্যং প্রজ্ঞাপি মম বিদ্যতে।
তং ন পশ্যাম্যহং লোকে বীর্য্যাদ্যো মাং বিচালয়েৎ॥
বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো ধিগ্‌গ্রাম্যং নো চ জীবিতং।
সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ॥”

মারের এই প্ররোচনাবাক্যে শাক্যসিংহ প্রলোভিত না হইয়া বীরদর্পে কহিলেন, রে পাপাত্মন্! আমিত মরণ মানি না, কারণ মরণান্তই আমার জীবন। আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী হইয়াই অবস্থিতি করিব, তাহা

হইতে তথাপি নিবৃত্ত হইব না। বায়ু নদীর স্রোতকেও শোষণ করে, শোণিতপূর্ণ এই দেহকে শোষণ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? সমাহিত ব্যক্তিদিগের শরীর শুষ্ক হইলে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং শোণিত শুষ্ক হইলে মাংস শুকাইয়া যায়, আর মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, পুনরায় পুরুষকার, বীর্য্য সমাধিতে অবস্থিতি করে। অতএব আমি এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইব, তখন শুদ্ধ সত্বতা লাভ হইলে আমার চিত্তের আর শরীরের অপেক্ষা থাকিবে না। এখনো আমার সেই পুরুষকার বীর্য্য ও প্রজ্ঞা আছে। সে ব্যক্তিকে কোথাও দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি আমাকে বীর্য্য হইতে বিচলিত করিবে, বরং প্রাণহর মৃত্যু ভাল জঘন্য নীচতম জীবনে ধিক্। রিপুর দ্বারা পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।"

বুদ্ধদেব এই প্রকারে যখন সিংহবিক্রমে আত্মপ্রভাবে স্থিরতর প্রজ্ঞাতে মারকে ভেদ করিলেন, তাহাকে অন্তর হইতে বিদায় করিয়া দিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন পরমাত্মার বল ও প্রসন্নতা অবতীর্ণ হইল। তাঁহার চিদাকাশের মেঘ বিলীন হইয়া গেল, নিরাশার অন্ধকার তিরোহিত হইল, বিশ্বাস বল আত্মনির্ভর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইল। তিনি প্রতিদিন পিতার উদ্যানে জম্বুবৃক্ষতলে বসিয়া যে ধ্যানভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এখন তাহা-

রই প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন। তৎসম্বন্ধে ইহাও বুঝিলেন "নাসৌ মার্গঃ শক্য এবং দৌর্ব্বল্যপ্রাপ্তেনাভিসম্বোদ্ধুম্।" এইরূপ কঠোর তপস্যায় দুর্ব্বল হইয়া অভিলষিত সম্বোধি লাভ করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তল্লাভের এপথ নয়—এইরূপে স্থির নিশ্চয় হইলেন এবং ইহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল পথ বলিয়া কঠোর তপস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া শরীররক্ষার্থ আহারের চেষ্টায় বাহির হইতে মনস্থ করিলেন। নিকটস্থ গ্রামদুহিতৃগণ এক পরমতপস্বী আসিয়াছেন ও তপস্যায় নিযুক্ত আছেন শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তদ্দর্শনার্থ সেই আশ্রমে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বলগুপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, বিজয় সেনা, অতিমুক্তকমলা, সুন্দরী, কুম্ভকারী, উলুবিল্লিকা, জটিলিকা ও সুজাতা এই দশ জন নিয়ত আসিতেন। শাক্য যখন কেবল তণ্ডুল বদরী বা তিল ভোজন করিতেন, তখন ইহাঁরাই তাহা যোগাইতেন। এখনও কঠিন বস্তু শাক্যের গলাধঃকরণ হইত না বলিয়া তাঁহারা যূষ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে সুজতাই প্রতিদিন অন্ন মধু পায়স খাওয়াইতেন। বুদ্ধদেব এইরূপে স্বল্প পরিমাণে পান ভোজন করাতে ক্রমে তাঁহার শরীর সবল হইয়া উঠিল। ছয়বর্ষ যাবৎ এক কাষায় বস্ত্র পরিধানে ছিল, সুতরাং তাহা জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সুজাতার রাধানাম্নী মৃতা দাসীর শ্মশানস্থ বস্ত্র বামপদে আক্রমণ পূর্ব্বক দক্ষিণ

হস্ত প্রসারণ করত গ্রহণ করিয়া পাণিহত * পুষ্করিণীতে প্রক্ষালন পূর্ব্বক তাহাই পরিধান করিলেন। রাজকুমার হইয়া এরূপ বৈরাগ্য প্রদর্শন না করিলে জগৎ কখন উদ্ধার হইত না।

উরুবিল্বের নিকট মল্লিকগ্রামে সুজাতার আবাস স্থল। তিনি অতিশয় সাধ্বী ব্রতপরায়ণা ও পতিব্রতা নারী ছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী শ্রমণদিগের সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, এই তাঁহার এক নিত্য ব্রত ছিল। এক দিন তাঁহার মনে হইল যে নৈরঞ্জনানদীতীরস্থ তপস্বীর পদধূলি আমার ভবনে কি পড়িবে না? তাহা না হইলে গৃহ যে পবিত্র হয় না। এই স্থির করিয়া এক দিন তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গিয়া চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন অদ্য আমার গৃহে যাইতে হইবে। তিনি সুজাতার ভক্তিপরায়ণতা, সেবা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া একান্ত প্রীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। শাক্যসিংহ ঐ সাধ্বী রমণীর আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলে সুজাতা অতি ভক্তিসহকারে বিবিধপ্রকার আয়োজন করিয়া সুবর্ণ থালে ভোজন দ্রব্য লইয়া উপস্থিত করিলেন। শাক্য তাহা দেখিবামাত্র বলি-

---

* শাক্যের অভিলাষ বুঝিয়া দেবগণ হস্তদ্বারা মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক এই পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন, এজন্য ইহার নাম পাণিহত।

লেন, হে ভগিনী সুবর্ণপাত্র কেন? আমার জন্য এরূপ ভোজন পাত্রে প্রয়োজন নাই। কিন্তু সুজাতার অনুরোধ ও সেবানুরাগ দেখিয়া তিনি তাহাতেই ভোজন করিলেন। এই সময় হইতেই সুজাতা ঐ তপস্বীর প্রতি বিশেষ ভক্তিভাবে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তপস্যা যে মুক্তির কারণ তাহা কথঞ্চিৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন। অনন্তর বুদ্ধদেব সেই স্বর্ণপাত্র এবং চীবর পরিত্যাগ করিলেন, একখণ্ড কৌপীন গ্রহণ করিলেন এবং ষড়্‌বর্ষান্তে নৈরঞ্জনানদীতে অবগাহন পূর্ব্বক শীতল ও শুদ্ধ হইলেন। এই ছয় বৎসর তাঁহার পক্ষে যেন একটি যুগ চলিয়া গেল, যেন এক ভয়ানক মহাপ্রলয় হইয়া গেল। না নিদ্রা, না আহার, না স্নান, না দর্শন, না গমন, না অন্য বিষয় মনন, না কাহারো সহিত আলাপন, কিছুই ছিল না। পৃথিবীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, শরীরকে অতিক্রম করিয়া এক গভীর ধ্যান জগতেই তিনি অবস্থিত ছিলেন। ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত ছিল, বিচেতন বলিলেই হয়। ঐ সময়ে তিনি জড়প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। এক অলৌকিক জ্ঞান, এক বিচিত্র অদ্ভুত শক্তি লাভার্থ একেবারে বিহ্বল ও সংজ্ঞাহীন ছিলেন। তৎকালে শারীরিক চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; কেবল আত্মজ্ঞানে ধ্যানবলে প্রজ্ঞালোকে নিত্য চৈতন্যস্রোত প্রবাহিত হইত। কিন্তু ঈদৃশী অবস্থায় তাঁহার প্রার্থনীয় সম্বোধি লব্ধ হইল না। ইহা কে বুঝিতে সক্ষম? এমন

কি জ্ঞান চাহিয়াছিলেন যাহা এতাদৃশ তপস্যায় পাওয়া যায় না। ইয়োরোপের প্রধান প্রধান বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। শাক্যসিংহ এমন কোন আলোকে আলোকিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাহা শাস্ত্রপাঠে, কঠোর তপস্যায়, বৈরাগ্যসাধনে, বাসনা ত্যাগে ও নিস্পন্দ ধ্যানে প্রতীত হইল না! ইহার নিষ্পত্তি পরে হইবে।

সিদ্ধিলাভ ও নির্ব্বাণতত্ত্ব।

তত্ত্বলিপ্সু সিদ্ধার্থ পুরাতন প্রণালীতে অতৃপ্ত হইয়া এবং বৃথা ক্লেশ স্বীকার মনে করিয়া এখন অন্যতর মার্গ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সমাহিত ঋষিদিগের প্রদর্শিত তপস্যাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্ব্বিকল্পসমাধিসাধনে বিধি অনুসারে তদভ্যাসে তাঁহাকে রত হইতে হইয়াছিল। তিনি পুরাতন প্রচলিত পথে চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লভনীয় ও ধ্যেয় বস্তু স্বতন্ত্র। ঋষিরা এক চিন্ময় সত্তামাত্র প্রতীতি হেতু ঐরূপ যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু শাক্য আদর্শ স্বতন্ত্র রাখিয়া এক উপায় গ্রহণ করাতে বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার জীবনে প্রকৃত আদর্শ উত্তমরূপে প্রতীত হয় নাই, তাহাতে দৃঢ়নিশ্চয় হয় নাই, এই জন্য

বাস্তবিক তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। আদর্শে পরিষ্কার জ্ঞান ও অটল বিশ্বাস না হইলে তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এই কারণে তিনি পুনরায় চিন্তাসাগরে ডুবিলেন এবং উপায়ান্তর উদ্ভাবনে কৃতসংকল্প হইলেন।

ষড়্‌বর্ষ (১) ব্রততপ (২) উত্তরিত্বা (৩) ভগবান্
এবংমতিং চিন্তয়েৎ (৪)
সচেদহং ধ্যান (৫) অভিজ্ঞজ্ঞান বলবানেবং
কৃশাঙ্গোঽপি সন্।
গচ্ছেয়ং দ্রুমরাজমূল (৬) বিটপী (৭) সর্ব্বজ্ঞতাং
বুদ্ধাতুং। (৮)
নো মে স্যাদনুকম্পিতা চ জনতা এবং ভবেৎ পশ্চিমা॥

তখন মহাপুরুষ শাক্যমুনি ষড়্‌বর্ষ তপস্যাচরণ করিয়া এইরূপ ভাবিলেন যে যদিও আমি দুর্ব্বল তথাপি ধ্যান অভিজ্ঞা ও জ্ঞানবলে বলীয়ান্। এখন ঐ তরুতলে সর্ব্বজ্ঞতালাভার্থ গমন করি, আমার অনুগ্রহ করে এমন আর এখনও কেহ নাই, পরেও কেহ নাই। এই স্থির করিয়া তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ ও শীতল হইলেন, তত্রত্য বোধিদ্রুমতলে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে পূর্ব্বতন প্রমুক্ত বোধিসত্ত্বদিগের চরিত আলোচনা করিতে

---

(১) ষড়্‌বর্ষৈঃ। (২) ব্রততপোভিঃ। (৩) উত্তীর্য্য। (৪) অচিন্তয়ৎ। (৫) ধ্যানাভিজ্ঞা। (৬) দ্রুমরাজস্য-মূলে। (৭) বিটপিনঃ। (৮) বোদ্ধুম্।

লাগিলেন এবং তাঁহাদের মার্গানুসরণে অভিলাষী হইলেন, এবং ভাবিলেন, দেবগণ যে জ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন আমায় তাহার জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। এই সকল চিন্তার উদয় হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে বল আসিল, মৃত মনুষ্য বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞাবলে জীবিত হয়, তাঁহার আত্মাতে জীবন সঞ্চারিত হইল। পূর্ব্বতন মুক্ত জিনদিগের আত্মা তাঁহার চিত্তে বাস্তবিক আবির্ভূত ও নিগূঢ়যোগে মিলিত হওয়াতে তাঁহার তেজ ও স্ফূর্ত্তি শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। তখন এক আসন করিয়া বসিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন, তাঁহার নবজীবন যাহাতে লাভ হয় দেবগণ তদ্বিষয়ে সহায় হইলেন। কথিত আছে যে তাহাদের ভাব তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইল এবং সেই প্রেরণা এবং পরস্পারস্থ উত্তেজনায় তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সকলে মনে করিলেন, ইনি মহাব্রহ্মভূত, সর্ব্বপারমিতাপ্রাপ্ত সর্ব্বধর্ম্মবশবর্ত্তী সুনির্ম্মল। এখন ইনি মহাধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনার্থ, এবং সন্তপ্ত জীবদিগকে ধর্ম্ম-দানে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, জ্ঞানহীন মানবদিগকে চক্ষুষ্মান্ করিবার নিমিত্ত, অত্যাচারী নিন্দুকদিগের ধর্ম্মদ্বারা নিগ্রহার্থ ও সর্ব্বধর্ম্মৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত্যর্থ বোধিদ্রুমমূলে গমন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব এবার ললিত ব্যূহনামে সমাধি আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি সমাধিবলে সমুদায় বোধিসত্ত্বগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সেখানে তৃণ আস্তরে উপবেশন করিয়া

একান্তভাবে প্রেমাতিভিন্ন চিত্তে তৃণসংগ্রাহক স্বস্তিকের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

শৃণু দেহি মি (১) স্বস্তিক শীঘ্রং অদ্য মমার্থ (২) তৃণৈঃ
সুমহান্ত সবলং নমুচিং নিহনিত্বা (৩) বোধিমনুত্তর (৪)
শান্তিং স্পৃশিষ্যে।

যস্য কৃতে ময়ি (৫) কল্পসহস্রা (৬) দানু (৭) দমোপিচ
সংযমত্যাগা (৮)॥

শীলব্রতঞ্চ তপশ্চ সুচীর্ণা (৯) তস্য নিষ্পদি (১০)
ভেষ্যতি (১১) অদ্য॥

ক্ষান্তিবলস্তথ(১২)বীর্য্যবলঞ্চ ধ্যানবলং তথ প্রজ্ঞ(১৩) বলঞ্চ।
পুণ্য (১৪) অভিজ্ঞবিমোক্ষবলঞ্চ তস্য মি (১৫) নিষ্পদি
ভেষ্যতি অদ্য॥

পুণ্যবলঞ্চ তবাপি অনন্তং যন্মম দাস্যসি অদ্য তৃণানি।
নহ্যবরং তব এতু (১৬) নিমিত্তং ত্বমপি অনন্তরু (১৭)
ভেষ্যাসি শাস্ত্রা (১৮)॥

হে স্বস্তিক, শ্রবণ কর, অদ্য অনতিবিলম্বে আমায়

---

(১) মহ্যম্। (২) অর্থঃ। (৩) নিহত্য। (৪) অনুত্তরাম্। (৫) ময়া। (৬) কল্পসহস্রপর্য্যান্তমিত্যর্থঃ। (৭) দানম্। (৮) সংযমত্যাগৌ। (৯) সুচীর্ণম্। (১০) নিষ্পত্তিঃ এবমন্যত্র। (১১) ভবিষ্যতি এবমন্যত্র। (১২) তথা এবমন্যত্র। (১৩) প্রজ্ঞা—। (১৪) পুণ্যাভিজ্ঞা—। (১৫) মে। (১৬) এতন্নিমিত্তম্। (১৭) অনন্তরূপম্। (১৮) শাস্তম্।

তৃণ দান কর, আমার তৃণে প্রয়োজন আছে। প্রকাণ্ড বলবান্ মার রিপুকে নিহত করিয়া বোধিপ্রাপ্ত্যনন্তর শান্তি স্পর্শ করিব। যাহার জন্য আমি বহু বৎসর দান দম সংযম ত্যাগ শীল ব্রত তপস্যা আচরণ করিলাম, অদ্য তাহার নিষ্পত্তি হইবে। আমার ক্ষান্তিবল বীর্য্যবল ধ্যান-বল প্রজ্ঞাবল ও পুণ্যাভিজ্ঞা বিমোক্ষবল অদ্য নিষ্পত্তি হইবে। অদ্য তুমি আমায় তৃণ দিলে তোমার অনন্ত পুণ্যবল লাভ হইবে। এজন্য তোমার অল্প পুণ্য হইবে না। তুমিও অনন্ত অনুশাসন হইবে। তখন স্বস্তিক তাঁহার এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মৃদু তৃণমুষ্টি লইয়া বলিলেন, হে অপরিমিতযশা মহাগুণসাগর, জ্ঞানদৃষ্টিতে পুরাতন জিনপথে অবস্থান করতি যদি তৃণোপরি শয়ন করিয়া অমৃতত্ব ও উত্তমা শান্তি লাভ হয়, তবে আমিও প্রথমে এইরূপে অমৃত পদ লাভ করিতে চাই।

এষা স্বস্তিক বোধি (১) লভ্যতে তৃণবরশয়নৈ, শ্চরিত্বা বহুকল্প (২) দুষ্করী (৩) ব্রততপ (৪) বিবিধাং (৫)। প্রজ্ঞা পুণ্য উপায় উদ্গতো (৬) যদ (৭) ভবি (৮) মতিমাং, স্তৎ পশ্চাৰ্জ্জিন(৯) ব্যাকরোতি মুনয়ো(১০)ভবিষসি বিরজঃ(১১)॥

---

(১) বোধিঃ। (২) বহুকল্পম্। (৩) দুষ্করাণি (৪) ব্রত-তপাংসি। (৫) বিবিধানি। (৬) প্রজ্ঞা পুণ্যোপায়োদ্গতঃ। (৭) যদা। (৮) ভবতি। (৯) জিনম্। (১০) মুনয়ঃ। (১১) বিরজস্কঃ।

যদি বোধি (১২) ইয়ং শকু্য (১৩) স্বস্তিকা (১৪) পরজনি (১৫)
দদ্বিতু (১৬)

পিণ্ডীকৃত্য চ দেয় (১৭) পাণিনা মা (১৮) ভবতু বিমতিঃ।

যদি (১৯) বোধি ময় (২০) প্রাপ্ত (২১) জানসে (২২) বিভজামি অমৃতং

আগত্যা (২৩) শৃণু ধর্ম্মযুক্তং সন্তবিষ্যসি বিরজঃ (২৪)॥

হে স্বস্তিক, বহু বৎসর বিবিধ দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়া তৃণাস্তরণে শয়ন করতঃ বোধি লাভ হয়। যখন প্রজ্ঞা পুণ্য উপায় উদ্গত হয় তখন প্রমুক্ত হইয়া জিনপুরুষকে প্রকাশ করে। হে স্বস্তিক! এই বোধি (শ্রেষ্ঠজ্ঞান) পিণ্ডীকৃত করত হাতে করিয়া যদি অপরকে দেওয়া যাইতে পারিত বলিতে পারিতে দাও, এরূপ বিমতি যেন তোমার না হয়। যদি আমি সেই বোধি প্রাপ্ত হই এবং তুমি জানিতে পাও আমি অমৃত বিভাগ করিয়া দিতেছি, আমার নিকট আসিয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিও, তুমি বিরজস্ক হইবে। তখন তিনি তৃণমুষ্টি লইয়া বোধিবৃক্ষের দিকে গমন করিলেন এবং দ্রুমরাজকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া তৃণসকল আস্তরণ পূর্ব্বক শীলবৎ ক্ষান্তিমৎ বীর্য্যবৎ ধ্যানবৎ প্রজ্ঞাবৎ

---

(১২) বোধিঃ। (১৩) শক্যতে। (১৪) স্বস্তিক। (১৫) পরজনায়। (১৬) দাতুম্। (১৭) দেহি (১৮) মা। (১৯) যদি। (২০) ময়া। (২১) প্রাপ্তা। (২২) জানাসি। (২৩) আগত্য। (২৪) বিরজস্কঃ।

জ্ঞানবৎ পুণ্যবৎ নিহতমারপ্রত্যর্থিকবৎ আপনাকে দর্শন করিয়া তদুপরি ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া বীরাসনে উপবেশন করিলেন, শরীরকে সরলভাবে স্থাপন করিয়া বৃক্ষাভিমুখী হইয়া বলিলেন। "অভিমুখাং স্মৃতিমুপস্থাপ্য ঈদৃশঞ্চ দৃঢ়-সমাদানমকরোৎ।" স্মৃতিকে অভিমুখীন করিয়া এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাক, ত্বক্ অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকাল তপস্যায়ও দুর্লভ যে বোধি তাহা না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে চলিত না হয়! কি প্রতিজ্ঞার বল, কি দৃঢ়তা! হিমালয় পর্ব্বত বিস্তীর্ণ সাগর তখন তাঁহার নিকট যেন প্রকাশিত হইল। কি বীরের মত স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া উপবেশন করিলেন। বিশ্বাসের আলোকে আধ্যাত্মিক বলে তাঁহার সর্ব্বশরীর দিব্যকান্তি লাভ করিল। যেন পাপ ও বিষয়বাসনাকে ভস্মীভূত করিবার জন্য ঐ পাদপমূলে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত পাইতে লাগিলেন। এই প্রথম সমাধিকালে তাঁহার শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইল, সেই তেজে যেন নিয়ত

জ্বলিতেছেন বোধ হইল। নবীন যোগীর শতগুণ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইল। পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বগণ বৃক্ষমূলে তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। সকলেরই এক ভাবের সাধন। ঈশাও মুসা ও আইজায়ার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাব তাঁহার আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুবিজ্ঞ প্রেরিত পল ঈশার দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই আধ্যাত্মিক দর্শনই তাঁহার পাপজীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। এইরূপে সকল মহাজনেরা পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না, ভাবের একতা স্থানের ব্যবধান, ব্যাপ্তির দূরতা বিনাশ করিয়া দেয়। সকলে এক রাজ্যের অধিবাসী হইয়া ইহলোকেই সাধু পরলোকগত আত্মার সঙ্গে ভাবে কথোপকথন করিয়া থাকেন। কারণ উভয়েই ভাবের ভাবুক ও ভাবজগতে বাস করিয়া ভাবরস পান করিয়া থাকেন। এই সময়ে শাক্যসিংহ পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বগণের সঙ্গে ভাবে মিলিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার সাধনার বিশেষ সহায়তা হইল, জীবনে প্রচুর স্বর্গীয় বল সঞ্চারিত হইল, জ্ঞানচক্ষু ও অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইল; কিন্তু তথাপি জীবন পরিবর্ত্তিত হইল না, এখন ও তাহার অবশিষ্ট রহিল। ললিতব্যূহ প্রভৃতি দশ জন বোধিসত্ত্ব আলোকে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপনীত হন। প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রশংসাসূচক এক একটী গাথা

গাইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দুইটি গাথা উদ্ধৃত করিলাম।

কায়ো যেন বিশোধিতঃ সুবহুশঃ পুণ্যেন জ্ঞানেন চ
যেন বাচ (১)বিশোধিতা ব্রততপৈঃ (২)সত্যেন ধর্ম্মেন চ।
চিত্তং যেন বিশোধিতং হিরি (৩) ধৃতী করুণায় (৪)
মৈত্র্যা তথা।
সো (৫) এষ দ্রুমরাজমূলোপগতঃ শাক্যপ্র : পূজ্যতে॥
ল, বি, ২০ অ, ১

যিনি পুণ্য ও জ্ঞান দ্বারা শরীরকে বহু প্রকারে শুদ্ধ করিয়াছেন, যিনি ব্রত তপস্যা ও সত্য ধর্ম্ম পালনে বাক্য নির্ম্মল করিয়াছেন, যিনি লজ্জা ধারণা দয়া ও প্রেমেতে চিত্ত পবিত্র করিয়াছেন, সেই শাক্য প্রভু বোধি দ্রুমতলে সকলের পূজনীয় হইতেছেন।

ধর্ম্মমেঘ (১) স্ফুরিত্ব (২) সর্ব্বত্রিভবে বিদ্যাধিমুক্তিপ্রভঃ
সদ্ধর্ম্মঞ্চ বিরাগ (৩) বর্ষি অমৃতং (৪) নির্ব্বাণ সং-
প্রাপকম্।
সর্ব্বা রাগকিলেশ (৫) বন্ধনলতাং সো (৬) বাসনা (৭)
ছেৎস্যতি

---

(১) বাক্। (২) ব্রততপোভিঃ। (৩) হ্রী। (৪) কারুণ্য। (৫) সঃ। (৬) মূলমুপগতঃ।

(১) ধর্ম্মমেঘ। (২)স্ফুরয়িত্বা। (৩)বিরাগম্। (৪)বর্ষিত্বা। (৫) সর্ব্বাং—ক্লেশ—। (৬) স। (৭)বাসনাম্॥

ধ্যানর্দ্ধিবল (১) ইন্দ্রিয়ৈঃ কুসুমিতঃ শ্রদ্ধাকরং দাস্যতে ॥

ল বি ২০ অ।

ইনি সমুদায় জগতে ধর্ম্মমেঘ প্রকাশ করিয়া, অনুপম বিদ্যা ও মুক্তি প্রভৃত্ব দীপ্যমান হইয়া, সদ্ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণপ্রদ অমৃত বর্ষণ করত সকল প্রকার বাসনাক্লেশ-বন্ধন লতা ছেদন করিবেন এবং ধ্যানবলে বিকসিতশ্রদ্ধা ফল প্রদান করিবেন।

মহাবীর শাক্যের কায় বাক্ চিত্ত এ তিনের ত্রিবিধ সাধনের প্রণালীও অতি চমৎকার। ঐ বটবৃক্ষমূলে বসিয়া মুনিবর শাক্য স্বীয় শরীর ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও ইন্দ্রিয়-জনিত সুখের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া "সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ অনিত্যং সুখ মিতি" সাবলম্ব ধ্যানে এই জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বাসনাশূন্য হইলেন, শারীরিক বিকার আর ঘটিল না। সুতরাং একেবারে পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন, অর্থাৎ হস্ত চক্ষু কর্ণ ও অপরাপর ঐন্দ্রিয় ক্রিয়া তিরোহিত হইল এবং নিত্য জ্ঞান নিত্য শান্তি অমৃত লাভে শরীর উপযুক্ত হইল। শরীর একেবারে বিশুদ্ধ হইল, এজন্য শাক্যের ইন্দ্রিয়বিকার অসম্ভব হইয়া গেল। এইরূপে তিনি সংযম, তপস্যা, সত্যকথন ও বিধি পূর্ণ

---

(১) বলেন্দ্রিয়ৈ।

করিয়া বাক্যকে পবিত্র করিলেন এবং চিত্তকে পাপের প্রতি লজ্জা ধারণা অর্থাৎ যদ্দ্বারা সকল অবস্থাকে জয় করা যায় এরূপ একাগ্রতা, দয়া ও প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন অর্থাৎ এইরূপে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ, মাৎসর্য্যকে একেবারে জয় করিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত সাম্যাবস্থায় উপস্থিত হইল। তিনি এমন সাধনের ভিতর পড়িলেন, যেখানে সুখও নাই দুঃখও নাই, অনুরাগও নাই বিরাগও নাই, ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই, মানও নাই অভিমানও নাই, স্তুতিও নাই নিন্দাও নাই। স্থাণুবৎ চিত্তকে এক অনন্ত বোধিসত্তায় সমর্পণ করিয়া তিনি অভাব পক্ষের মুক্তি সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন, তাঁহার অন্তর আকাশবৎ বিস্ফারিত হইল, সকল ক্ষুদ্রতা ও বদ্ধ ভাব ভুলিয়া গেলেন।

বোধিদ্রুমতলে তথাগত একান্ত সমাধি ও ধারণাদ্বারা মুক্তিলাভের এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে ঈদৃশী চিন্তার উদয় হইল যে বাসনাকে জয় করিতে পারিলে সকলের জয় হয়। কারণ অন্তর্বাহ্য সকল প্রকার রিপুর মূলে এক বাসনাই বিদ্যমান। সকল ইন্দ্রিয়ই তাহার দ্বারা পরিচালিত, তাহারই বশবর্ত্তী। অতএব সেই বাসনারই মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, তাহার অভাবে সকলের অভাব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন। তৎপরে নাকি তিনি 'সর্ব্বমারমণ্ডলবিধ্বংসকরীং নামৈকাং রশ্মিমুৎসৃজৎ (উদ-

সৃজৎ।)'' অর্থাৎ তাঁহার আত্মার চক্ষু হইতে সর্ব্বকামনা বিঘাতী এক আলোক বাহির হইল। সমাধিকালে ঐ তেজ না পাইলে বাসনার অতীত অবস্থায় নিত্যকাল তিনি অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। সাধকেরা অনেক কষ্টে হয়ত পাপ দমন করিতে পারেন, কিন্তু জীবনে পাপ অসম্ভব করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য, তাহা এক স্বর্গীয় তেজ ভিন্ন অসম্ভব হইবার নহে। সেই জন্য এই তেজঃপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া বুদ্ধ এক স্বর্গীয়লাবণ্য ধারণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নিকট আবার এক পরীক্ষা আসে। প্রদীপ্ত হুতাশনেই পতঙ্গের পতন। সে আলোকের অভিমুখেই ধাবিত হয়। অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া আলোকের দিকে যাইতে তাহার কেন অভিরুচি হয়? নতুবা মরিবে কেন। তাই মার অন্যরূপ ধরিয়া তাপস বুদ্ধের তেজের সম্মুখে পড়িল। তাঁহার প্রসন্ন মুখকমল দর্শন করিয়া পলায়ন করিল তবু ছাড়িল না। বহুবিধ দুশ্চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া দুষ্টমতি মার তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইল, তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে যত্নবান্ হইল, এবং তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে নানা কৌশল বিস্তার করিল। তখন সে সগর্ব্বে বলিতে লাগিল।

কামেশ্বরোঽস্মি বসিতা ইহ সর্ব্বলোকে
দেবাশ্চ দানবগণা মনুজাশ্চ তীর্যা (১)।

(১) তীর্য্যঞ্চঃ।

ব্যাপ্তাময়া মম বশেন চ যান্তি সর্ব্বে
উত্তিষ্ঠ মহা (১) বিষয়স্থ (২) বচং (৩) কুরুষ্ব॥

পুনরাহ। একস্ত্বকঃ শ্রমণ কিং করোষি রণ্যং (১)
যং প্রার্থনাসুলভঃ খলু স (২) প্রয়োগঃ।
ভৃগ্বঙ্গিরঃপ্রভৃতিভিস্তপসা প্রযত্নাৎ
প্রাপ্তং ন তৎপদবরং মনুজঃ কুতস্ত্বং॥

দেখ, আমি কামাধিপতি, আমি সমুদায় লোক আচ্ছাদন করিয়া আছি। দেব দানব মানব ও তীর্য্যক জাতি প্রভৃতি ইহলোক কি সর্ব্বলোকস্থ প্রাণীই আমার বশীভূত। আমি সকল জীবেই ব্যাপ্ত আছি। অতএব তুমি এখন উঠ আমার মতানুযায়ী হও। আরও দেখ তুমি একা শ্রমণ কিরূপে আমার সহিত সংগ্রাম করিবে? তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ তৎপ্রাপ্তি দুর্লভ জানিবে। কারণ পূর্ব্বে ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ বহুযত্নে তপস্যা করিয়াও সেই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন নাই, তুমি মানবতনয় তাহা কোথায় পাইবে?

মারের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শাক্য বলিলেন।

অজ্ঞানপূর্ব্ব (১) কৃতপো (২) ঋষিভিঃ প্রতপ্তঃ (৩)

---

(১) মম। (২) বিষয়স্থাং। (৩) বাচম্।
(১) রণম্। (২) সঃ।
(১) অজ্ঞানপূর্ব্বম্। (২) কৃতপঃ। (৩) প্রতপ্তম্।

ক্রোধাভিভূতমূর্ত্তিভির্দিব (৪) লোককামৈঃ।
নিত্যমনিত্যমিতি চাত্মনি সংশ্রয়দ্ভিঃ
মোক্ষঞ্চ দেশগমনস্থিতমাশ্রয়দ্ভিঃ ॥
তে তত্ত্বতোর্থরহিতাঃ পুরুষং বদন্তি
ব্যাপিং (১) প্রদেশগত (২) শাশ্বতমাহুরেকে।
মূর্ত্তিং ন মূর্ত্তি (৩) মগুণং গুণিনং তথৈব
কর্ত্তা ন কর্ত্তা ইতি চাপ্যপরে ব্রুবন্তি ॥
প্রাপ্যাদ্য বোধি (১) বিরজা (২) মিহ চাসনাস্থ
স্ত্বাং জিত্ব (৩) মার বিহতং (৪) সবলং সসৈন্যম্।
বর্ত্তিষ্য (৫) মস্য জগতঃ প্রভবোদ্ভবঞ্চ (৬)
নির্ব্বাণদুঃখশমনং তথ (৭) সী (৮) তিভাবম্ ॥

দেখ, পূর্ব্বতন ঋষিগণ অজ্ঞানপূর্ব্বক কুতপস্যা করিয়াছিলেন কারণ তাঁহারা স্বর্গাভিলাষী ছিলেন এবং ক্রোধাভিভূত হইতেন। আত্মাতে নিত্য অনিত্য জ্ঞান আশ্রয় করিতেন এবং কোন লোকে গমনরূপ মোক্ষ ইচ্ছা করিতেন। তত্ত্বতঃ তাঁহারা অর্থশূন্য হইয়া এক পুরুষের কথা বলিয়াছেন। এই পুরুষকে কেহ ব্যাপ্ত কেহ এক-

---

(১) দু—।

(১) বোধিম্। (২) প্রদেশগতম্। (৩) মূর্ত্তমমূর্ত্তম্।

(১) বোধিম্। (২) বিরজস্কাম্। (৩) জিত্বা। (৪) বিহত্য। (৫) বর্ত্তয়িষ্যে। (৬) প্রভবমুদ্ভবঞ্চ। (৭) তথা। (৮) অস্তি।

প্রদেশগত কেহ নিত্য বলিয়াছেন, আবার কতক লোকে তাঁহাকে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, সগুণ নির্গুণ কর্ত্তা অকর্ত্তা বলিয়াছেন। আমি এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই নির্ম্মল জ্ঞান অদ্য লাভ করিয়া হে মার, সসৈন্য ও বলবান্ হইলেও তোমাকে নিহত ও জয় করিব এবং এই জগতের জন্ম মৃত্যু বিলোপ করিয়া অতীতি ভাব ও দুঃখ নাশক নির্ব্বাণ প্রবর্ত্তিত করিব। এই বলিয়া অনুপম স্বর্গীয় তেজে মারকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইতঃপূর্ব্ব বোধিসত্ত্বের আত্মাতে অষ্ট প্রকার দেবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল। মারদুহিতৃগণের সর্ব্ব প্রকার দুশ্চেষ্টা মহাবীর শাক্য কর্ত্তৃক বিফল হইলে সেই সকল দেবভাব নিজ সৌন্দর্য্যে বোধিসত্ত্বকে পরম সুন্দর করিয়া এই প্রকার স্তব করিয়াছিলেন।

উপশোভসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চন্দ্র ইব শুক্লপক্ষে।
অভিবিরোচসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্য ইব প্রোদয়মানঃ॥
প্রস্ফুটিতস্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব পদ্মমিব বারিমধ্যে।
নদসি ত্বং বিশুদ্ধ সত্ত্ব কেশরীব বনে রাজবনচারী॥
বিভ্রাজসে ত্বং অগ্রসত্ত্ব পর্ব্বতরাজ ইব সাগরমধ্যে।
অভ্যুদ্গতস্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চক্রবাড় ইব পর্ব্বতে॥
দুরবগাহস্ত্বমগ্রসত্ত্ব জলধর ইব রত্নসম্পূর্ণঃ।
বিস্তীর্ণবুদ্ধিরাসি লোকনাথ গগনমিবাপর্য্যন্তম্॥

হে বিশুদ্ধসত্ত্ব, শুক্লপক্ষীয় শশিকলারন্যায় তুমি শোভা পাইতেছ। তীক্ষ্ণ রশ্মি উদিত তপনের ন্যায়

বিরাজ করিতেছ, বারিমধ্যস্থ প্রস্ফুটিত নলিনবৎ তুমি বিকসিত হইয়াছ, বনচারী কেশরীর তুল্য তুমি শব্দ করিতেছ, সাগরস্থ পর্ব্বতরাজবৎ তুমি উন্নত হইয়াছ, পর্ব্বত মধ্যে লোকলোক পর্ব্বতের মত উত্থিত হইয়াছ। অগাধ জলধি রত্নাকরের ন্যায় তুমি দুরবগাহ্য। হে লোকনাথ! আকাশের ন্যায় তুমি প্রশস্ত মহান্।

এত দিনের পর শাক্যতনয় নিষ্কণ্টক হইলেন তাঁহাতে পাপের মূল পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি ধ্যানের বিভিন্ন সোপানে উত্থিত হইতে লাগিলেন। প্রথমে একাগ্রতা ও বিশ্বাসে চিত্তকে স্থির করিয়া বিবেকজনিত প্রীতিসুখ লাভ হয় এই ভাবে সমাধি আরম্ভ করিয়া তাহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। একাগ্রতা ও বৈরাগ্যে চিত্তে অধ্যাত্মসম্প্রসাদবশতঃ অপূর্ব্ব সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। দ্বিতীয় বার "একোতিভাবাদবিতর্কমবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।" একই সত্ত্বার আত্যন্তিক উপলব্ধি সহকারে সমাধিস্থ হইয়া অনুপম প্রীতিসুখ প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়তঃ উপেক্ষক উদাসীনবৎ নিষ্প্রীতিক অথচ সুখবিহারী হইয়া তৃতীয় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। চতুর্থ ধ্যান অর্থাৎ শেষ ধ্যানে "সুখস্য চ প্রহাণাৎ দুঃখস্য চ প্রহাণাৎ পূর্ব্বমেব চ সৌমনস্যদৌর্ম্মনস্যয়োরস্তঙ্গমাদদুঃখাসুখমুপেক্ষাস্মৃতিবিশুদ্ধং চতুর্থধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।" অর্থাৎ সুখ দুঃখের

বিনাশহেতু পূর্ব্বেই সন্তোষ অসন্তোষের বিলোপবশতঃ সুখ-দুঃখবিহীন উপেক্ষা ও স্মৃতিবিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইলেন। যখন এইরূপে ধ্যানস্থ হইয়া সমাধি লাভ করিলেন তখন তাঁহার দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল।

প্রথমে চিত্তসমাধান ও বৈরাগ্য সহকারে বিবেকবলে অধ্যাত্মজগতে উপস্থিত হইলেন। সমাহিত ধ্যানস্থ চিত্তে বৈরাগ্যনয়নে সংসারের অসারতা সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিলেন, আর বিবেকনয়নে জরা-মরণরহিত, সুখদুঃখের অতীত নিত্য শাশ্বত শান্তি সম্ভোগ করিলেন। বৈরাগ্যবলে ধন জন বিষয়সুখ অসার, বিবেক-বলে পরম জ্ঞানই সার, বৈরাগ্য বলে জন্ম মৃত্যু সুখদুঃখ অনিত্য, বিবেকবলে অজর অমর মঙ্গলময় ও সমাধির অব-স্থাই নিত্য বুঝিলেন। ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহার এইরূপ প্রতীতি হইল একই সত্তা যাহা অজর অমর সুখ দুঃখে লিপ্ত নহে তাহাই নিত্য ও সার, সমুদায় জগতের আর তাবৎ অবস্তু ছায়া মাত্র। এই একত্বে তিনি সমাহিত হইলেন। একত্ব উপলব্ধি হইলে যে সমাধি হয়, তাহাতে বস্তুান্তর বোধ থাকে না, কেবল একাকার। ধ্যানের তৃতীয়াবস্থায় তিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ ধ্যান বা সমাধিতে উদাসীন, যোগ বিয়োগে, বিবেক অবিবেকে উদাসীন, আত্মার স্বরূপাবস্থায় একত্ব স্মরণেই সুখী, এই ভাবে নিমগ্ন। ধ্যানের চতুর্থাবস্থায় সুখ দুঃখের অতীত হইয়া আমিত্বানুভব বিলুপ্ত হইলে যে নির্ম্মল

সুখোদয় হয় তাহাতেই বিহ্বল, তৎসুখেই সুখী। যাই তাঁহার আমিত্ব অন্তর্হিত হইল, তৎক্ষণাৎ সমুদায় মানবের দুর্গতি ক্লেশ তাঁহার নেত্রপথে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। "অথ বোধিসত্ত্বো দিব্যেন চক্ষুষা পরিশুদ্ধেনাতিক্রান্তমনুষ্যকেন সত্ত্বান্ পশ্যতি স্ম।" অর্থাৎ তখন বোধিসত্ত্ব পরিশুদ্ধ অলৌকিক দিব্যচক্ষে প্রাণিগণকে দর্শন করিলেন। প্রথম আমিত্ব গেল পরে জগতের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইল। "এবং খলু ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো রাত্র্যাং প্রথমে যামে বিদ্যাং সাক্ষাৎকরোতি স্ম, তমোনিহন্তি স্ম আলোকমুৎপাদয়তি স্ম।" রাত্রি প্রথম যামে মহামুনি শাক্য বিদ্যা দর্শন করিলেন, অন্ধকার বিনাশ করিলেন এবং আলোক উৎপাদন করিলেন। ঐ বিদ্যার দর্শনে আলোকিত হওয়াতে তাঁহার নাম বুদ্ধ হইল। ঐ বিদ্যা কি? উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, উহাই পরমজ্ঞান, ইহাই সার্ব্বোভৌমিক জ্ঞান, উহাই পরম পদার্থ, উহার নামই পরমাত্মা। এখন তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বাসনাতে ও তৃষ্ণানলে নির্ব্বাণবারি সেচন করিলেন, তাঁহার সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার অবসান হইল, নিত্য শান্তিরসের উদয় হইল। আমিত্ব বিলুপ্ত হওয়াতে এখন পরম জ্ঞানেই বিলীন হইয়া গেলেন। এখন তিনি নিত্য আনন্দধামে উপনীত হইলেন, জীবন্মুক্ত হইয়া দিব্য লাবণ্য ধারণ করিলেন। এত দিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইল। মুখ সহাস্য হইল, চিত্ত প্রফুল্ল

হইল। এমন মহাপুরুষকে কে নাস্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়? অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী ক্ষুদ্রচেতা ভিন্ন কে আর এরূপ অসাধু কথা বলিয়া আপনার নীচতা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারে?

বুদ্ধদেব কোন স্থলে ঈশ্বরের নামোল্লেখ না করাতে অনেকেই তাঁহাকে কোমৎ প্রভৃতির দলের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোমৎ যে তাঁহার পদস্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহেন। তিনি যে গভীর সাধন ও আধ্যাত্মিক সমাধির সাগরে নিমগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সম্বুদ্ধ হইলেন, তাহা কি অবিশ্বাস নাস্তিকতার ফল? শাক্যমুনি সাংখ্য পতঞ্জল ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরশব্দ বিবাদের স্থল এবং নিতান্ত জটিল ও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ দর্শন শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরকে সগুণ নিগুর্ণ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত কর্ত্তা অকর্ত্তা বর্ণন করা হইয়াছে, এবং বেদান্তমতে প্রাকতঃ তাঁহাকে মায়াবদ্ধ বলিয়া সৃষ্টির তত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে। যদি ইষ্টদেবতা মানবের ন্যায় মায়া ভ্রান্তি ও আসক্তির অধীন হইলেন, তবে আর সুবিজ্ঞ লোক তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া কিরূপে মানিতে পারে? এই কারণেই তিনি ঈশ্বরের নাম কোন স্থলে উল্লেখ করেন নাই এবং তাঁহার অস্তিত্বসম্বন্ধে সপক্ষে বিপক্ষেও কিছু বলেন নাই। বিশেষতঃ তিনি মুক্তির অভিলাষী হইয়াছিলেন, আপনার ও সমুদায় জীবের দুঃখ মোচনে

তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়াছিল, একারণে তিনি বিবাদের তত্ত্ব ছাড়িয়া প্রকৃত বিষয়ের সাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ল্যাসেন টর্ণার বর্ণো ফোকে রিস ডেবিডস, বিগাস্কেট প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাও বুদ্ধদেবের মত ও জীবনের প্রতি সুবিচার করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কারণ ইহাঁরা সেই মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক সাধনা ও সমাধির ভিতর প্রবিষ্ট না হইয়া বিচার করিয়াছেন; সুতরাং তজ্জন্য প্রকৃত তত্ত্বের উদ্ভাবন হয় নাই। কেবল হডসন ও বিল সাহেব কথঞ্চিৎ পরিমাণে বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মজীবন প্রতীতি করিয়াছিলেন।

যখন সর্ব্বার্থসিদ্ধ সম্বোধি প্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার শরীর হইতে স্বীয় সত্ত্বকে বিমুক্ত দেখিলেন, একেবারে চরমগতি স্বর্গবাসে উপনীত হইলেন। বসন্তের পূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে পত্র পুষ্প যেমন ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাঁহার শরীরও সেইরূপ যেন মৃতের ন্যায় পড়িয়া গেল বোধ হইল; অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া রহিল মাত্র কিন্তু স্বয়ং বোধিক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কি পরম সুখের অবস্থা লাভ করিলেন! ইচ্ছা হয় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ঐ সুবিমল সম্বোধিরাজ্যে বিচরণ করি। বুদ্ধ! তুমি এখন সুগত হইলে, আমিও তোমার পদতলে পড়িয়া সুগত হইয়া যাই। হায় তুমি যে পিঞ্জরের পক্ষী ছিলে এখন আমিত্বের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া নিত্য ও অপার জ্ঞানাকাশে

উড়িয়া গেলে, আমাকেও তোমার সঙ্গী কর। কি সৌন্দর্য্য ও শান্তির রাজ্যে তুমি বিহার করিতেছ; এখন আকাশ তোমার গৃহ, পরম শান্তি তোমার পানীয়, নিত্যজ্ঞান তোমার অন্ন, আমিত্ববিনাশ তোমার পুণ্যময় অমৃত ও সুধা। সুগত! তুমি কোথায় গেলে, তুমি মরিয়া জীবিত হইলে, পূর্ণ বোধিসত্ত্বে একাকার হইয়া গেলে। আমিও মরিয়া কবে জীবিত হইয়া তোমার সঙ্গী হইব, তোমার দাসানুদাস হইব। ধন্য তুমি! এখন মহাসত্ত্বে পরিণত হইলে। আর তোমার কিছুই নাই।

অনন্তর তিনি সেই সমাহিত অবস্থায় মধ্যরাত্রে অপর এক জ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহই নাই, গোত্র নাই, বংশ ও জীবনও নাই, পরমায়ু নাই, নামও নাই উপাধিও নাই, পার্থিব জন্ম মৃত্যু নাই। পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বেরাই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পবিত্র বংশ। শেষ রজনীতে তিনি আশ্রয় ক্ষয়জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অসহায় জীবের উৎপত্তিই বা কি ক্লেশকর। মনুষ্য সকল জন্মিতেছে বাঁচিতেছে, মরিতেছে, জীর্ণ হইতেছে। কিন্তু কেহই এই মহৎ দুঃখ বিমোচনের উপায় জানে না, সমুদায় দুঃখের মূল পঞ্চ স্কন্ধ হইতে নিঃসৃত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে।

অনন্তর, "পুরুষেণ সৎপুরুষেণ অতিপুরুষেণ মহাপুরুষেণ পুরুষর্ষভেণ পুরুষনাগেন পুরুষসিংহেন পুরুষ-

পুঙ্গবেন পুরুষশূরেণ পুরুষবীরেণ পুরুষযানেন পুরুষপদ্মেন পুরুষপুণ্ডরীকেণ পুরুষধৌরেণানুত্তরেণ পুরুষদম্যসার-থিনা এবন্তু তেনার্য্যজ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং বোদ্ধব্যং প্রাপ্তব্যং দ্রষ্টব্যং সাক্ষাৎকর্ত্তব্যং সর্ব্বং তদেকচিত্তেক্ষণসমাযুক্তং প্রজ্ঞয়ানুত্তরাং সম্যক্‌সম্বোধিমভিসম্বুধ্য ত্রৈবিদ্যাঽধি-গতা।” ল, বি, ২২ অ।

অতি প্রত্যুষে তিনি আমিত্ববিহীন হওয়াতে এক প্রধান পুরুষত্ব লাভ করিয়া আর্য্যজ্ঞান সহকারে সমুদায় এক চিত্ত এক দৃষ্টি সমাযুক্ত ইহাই জ্ঞাতব্য প্রাপ্তব্য দ্রষ্টব্য ও সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য প্রজ্ঞাদ্বারা অবগত হইয়া ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। আমিত্ব বিনষ্ট হওয়াতে তিনি এক শুদ্ধ সত্ত্ব হইলেন। তখন বোধিসত্ত্বের তম ও অন্ধ-কার তিরোহিত হইল, তৃষ্ণা বিশোধিত হইল, রজোগুণ শান্ত হইল, তুষ্টি বিক্ষোভিত ক্লেশ বিবর্ত্তিত হইল মানামান অপসারিত হইল, গ্রন্থি মুক্ত হইল, ধর্ম্মতথ্যতার উদয় হইল। অবশেষে নির্ব্বাণ সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। এই সময়ে স্বর্গ হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং দেবপুত্রগণ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

উৎপন্নো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।
অন্ধভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ॥

ভগবান্ বিজিতসংগ্রামঃ পূর্ণৈঃ পূর্ণমনোরথঃ।
সম্পূর্ণ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পবিষ্যসি (১) ॥
উত্তীর্ণপঙ্কোহ্যনিঘঃ স্থলে তিষ্ঠতি গৌতমঃ।
অন্যাং সত্ত্বাং (২) মহাঘেন (৩) প্রাজ্ঞত (৪) স্তারয়িষ্যসি (৫) ॥
উদ্গতস্ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ লোকেষ্বপ্রতিপুদ্গল।
লোকধর্ম্মৈরলিপ্তস্ত্বং জলস্থমিব পঙ্কজং ॥
চিরপ্রসুপ্তমিমং লোকং তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিতম্।
ভবান্ প্রজ্ঞাপ্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুং ॥
চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়তে।
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধিপ্রমোচকঃ ॥

ল, বি, ২৩ অ।

অতঃপর সুগত এইরূপে নির্ব্বাণ লাভানন্তর আনন্দিত চিত্তে অনিমিষ নয়নে সেই বোধিদ্রুমরাজকে একবার অবলোকন করিলেন, এবং ধ্যানজনিত প্রীতি সুখে সপ্ত রাত্র সেই তরুতলেই কাল যাপন করিলেন *। এখন তিনি পূর্ণমনোরথ ও সিদ্ধিকাম হইলেন। গগনবিহারী পতত্রের ন্যায় সুখে বিহার করিতে মনস্থ করিলেন।

---

(১) তর্পয়িষ্যতি বা। (২) অন্যান্ সত্ত্বান্।
(৩) মহাঘাত। (৪) প্রজ্ঞাতঃ। (৫) তারযিষ্যতি বা।
* এই সমাধির নাম প্রীত্যাহার ব্যূহ।

নির্ব্বাণতত্ত্ব।

পূর্ব্বতন আর্য্যপণ্ডিত কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, ব্যাস প্রভৃতি দার্শনিক ঋষিগণ মানব জীবনের চরম গতি মুক্তিই প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার মহাপুরুষ ঈশা, চৈতন্য, নানক সকলেই জীবের মুক্তিলাভই একমাত্র লক্ষ্য ও চরম গতি ইহা একতানে জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মুক্তি" এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মুক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সুগত মহর্ষি গৌতমও মানবজীবনের ঐরূপ আদর্শ প্রতীতি করিলেন। বাসনা, বিকার, তৃষ্ণা, পাপ ও সংসারাসক্তি রিপুপরতন্ত্রতা জন্য জীবের ক্লেশ এবং এই দুর্ব্বিষহ ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের চরম, শাক্য মুনিও তাহা অনুভব করিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে এই অবধারণ করিলেন, অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিব, ভব যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিব, মুক্তির পথ প্রদর্শন করিব।" মহাপুরুষের এই এক সর্ব্বোচ্চ লক্ষণ। অন্তঃসারশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, কপট নব্য ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেবল লোকদিগকে উপদেশ দিয়া শত অপরাধে অপরাধী হয়। বুদ্ধ প্রকৃত পথ ধরিয়াছিলেন। অসার বাক্যে মনুষ্যদিগকে

মুগ্ধ করিতে চাহেন নাই। যে স্বয়ং অসিদ্ধ সে আবার অপরকে কি করিবে? এক অন্ধ অপর অন্ধকে কি পথ প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি সেই জন্য অসার কপটতার পথ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে সমুদায় সংসার নিরত তৃষ্ণানলে পুড়িতেছে। মনুষ্যগণ সর্ব্বদা ধনতৃষ্ণা জীবনতৃষ্ণা, স্ত্রীতৃষ্ণা, পুত্রতৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা, মানতৃষ্ণা ও সুখতৃষ্ণায় অস্থির। তাহারা এই বাসনা ও তৃষ্ণাগ্নিতে নিরন্তর জ্বলিতেছে, দিবানিশি এই যন্ত্রণায় তাহাদের চিত্ত দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে। এই বিষম তৃষ্ণার মূল কোথায়? কিরূপে ইহা উৎপন্ন হইতেছে।

"অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং নামরূপং নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা, তৃষ্ণাপ্রত্যয়মুপাদান, মুপাদানপ্রত্যয়ো ভবো ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ, জাতিপ্রত্যয়া জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াশাঃ সম্ভবন্ত্যেব কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্দস্য সমুদয়ো ভবতি সমুদয়ঃ।

অবিদ্যামূলক সংস্কার, সংস্কারমূলক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমূলক নাম রূপ, নামরূপমূলক ষড়ায়তন, ষড়ায়তনমূলক স্পর্শ, স্পর্শমূলক বেদনা, বেদনামূলক তৃষ্ণা, তৃষ্ণামূলক উপাদান, উপাদানমূলক উৎপত্তি, উৎপত্তিমূলক জাতি, এবং জাতিমূলক জরা মরণ শোক পরিদেব দুঃখ মনস্তাপ

উপায় ও আশা জন্মিয়া থাকে। কেবল এক মহৎ দুঃখ স্কন্ধের উদয়ই সমুদায়।

অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান. অথবা ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যার তিমিরে বস্তুও অবস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সমুদায় মানবের চিত্ত অবিদ্যামেঘে আচ্ছন্ন। অবিদ্যাবশতঃ লোক পরম পদার্থ জানিতে পারে না। অবিদ্যায় সংস্কার জন্মে। প্রবৃত্তিনিচয়ের নাম সংস্কার। তাহা আবার ৫২ প্রকার। যথা মোহ মমতা, রাগ, দ্বেষ, আভিমুখ্য, বিকার ছন্দ লজ্জা ভয় ইত্যাদি। "অহমহমিত্যালয়বিজ্ঞানং" "আমি আমি" "আমার আমার" এইরূপ অহংভাবাপন্ন নিয়ত উৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহের নাম বিজ্ঞান। সংস্কার ঘনীভূত ও দৃঢ়তর হইলে বিজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। বিজ্ঞান হইতেই নাম রূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় বাহ্য বস্তু। তখন প্রত্যেক বস্তু নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমাদের আর্য্যদার্শনিকগণ বিজ্ঞান শব্দের অন্যার্থ করিয়াছেন, গীতা প্রভৃতিতে তাহার পরিষ্কার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মস্থ অধ্যাত্ম জ্ঞান তাঁহারা বিজ্ঞান বলিতেন। রূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ তাবৎ ইন্দ্রিয়। সেই ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম স্পর্শ। এই স্পর্শ হইতে বেদনা অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান। তাহা হইতে তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার জ্বালায়

মনুষ্য দিবানিশি জ্বলিতেছে! এই তৃষ্ণাই মানবের মুক্তির পথ অবরোধ করিতেছে। তৃষ্ণা হইতে উপাদান অর্থাৎ চারি ভূত। সেই ভূত অর্থাৎ চারি চারি ধাতু হইতে সব উৎপন্ন হইতেছে। এই উৎপত্তি জাতি অর্থাৎ মনুষ্যাদির পরিচয়, এবং সঞ্জাত মানব জরা মৃত্যু শোকাদির আস্পদ। এই কারণ পরম্পরায় দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব

"অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি, অবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কারনিরোধাৎ বিজ্ঞাননিরোধঃ। যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াশা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিরোধো ভবতি।"

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়। সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তির নিরোধ হয়। এইরূপে সমস্ত দুঃখ স্কন্ধ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে দুঃখস্কন্ধ পাঁচ প্রকার যথা—রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধাঃ।

১। ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় সকলকে রূপ বলে।

২। আমিত্ব জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। আমি আমি, আমার আমার করাতে সেই অগ্নি অন্তরে ক্রমাগত প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

৩। সুখ দুঃখাদির অনুভবকে বেদনা বলা যায়।

৪। ইহা অশ্ব, ইহা গো, ইহা মেষ, ইহা মুখ, এই রূপ

ভেদ বোধক নামবিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞা।

৫। রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদি আন্তরিক ভাবসমূহকে সংস্কার বলে।

এই পঞ্চবিধ দুঃখ। ইহাকে চিত্তবিকার বলা যায়। এই ভাববিকারই দুঃখের মূল। ইহার বিনাশ হইলেই নির্ব্বাণলাভে চিত্ত সক্ষম হয়। চিত্ত হইতে এই সকল বিকার তিরোহিত হইলেই দুঃখনিরোধ, হয়। এই দুঃখ-নিরোধের নাম নির্ব্বাণ। কিন্তু আমিত্বরূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে সব অন্ধকার হইয়া যায়। সেই আমিত্ব জ্ঞান প্রদীপ্ত থাকাতেই বাসনা, তৃষ্ণা, বেদনা, সুখদুঃখানুভব, স্পৃহা, রাগ, দ্বেষ, মমতা, ইন্দ্রিয়বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং চেতনা ও আমিত্ব জ্ঞান বিনষ্ট হইলে তাবৎ দুঃখের মূল উৎপাটিত হইয়া গেল। মহামুনি বুদ্ধ নির্ব্বাণবিষয়ে বৈদিক পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিদিগের সহিত তাঁহার মতান্তর ছিল। যাহা হউক ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র কেমন এক সুন্দর একতা ও সামঞ্জস্য আছে। প্রসিদ্ধ থিয়োলোজিয়া জার্ম্মেণিকার প্রণেতা সমুদায় পুস্তকে "আমিত্ব আমার আমাকে" এবং "আমিত্ব বিনাশ" ইহা লইয়াই সমুদায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অহংজ্ঞানেই অধর্ম্ম এবং তদভাবেই ধর্ম্ম, আমিত্বই পাপের মূল এবং তাহার

বিনাশেই পুণ্যের উদয়। এই অহংবিনাশের নাম পুরাতন মনুষ্যের মৃত্যু এবং শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশের নামই নবজীবন, বা নূতন মানবের জন্ম, অথবা দ্বিজাত্মা হওয়া। এই অহংভাবই স্বর্গচ্যুতি এবং তাহার বিনাশই স্বর্গলাভ। এই অহন্তাই আদমের পতন বা অবাধ্যতা, তাহার তিরোধানই ঈশার বাধ্যতা। এই অহংভাবেই ঋষিদিগের যোগভঙ্গ এবং অহন্তার বিনাশই ব্রহ্মযোগ। ঈশার সমস্ত সাধনের ফল আমিত্ববিনাশ। তিনি কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের বাদ্য যন্ত্র। সেই পুরুষ যাহা বাজান তাহাই মধুর, তিনি কেবল আত্ম ইচ্ছা নিরোধ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাসাগরে মগ্ন ছিলেন। এই আত্মবিনাশে সমস্ত বিনয় ও পুণ্যের বিকাশ। "আমি নাই"ও "আমি গিয়াছি" সেই ইচ্ছাজলধিতে বিলীন হইয়া, এই তাঁহার সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিবার কারণ, ইহাই তাঁহার পাপী ও পতিতকে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রধান উপায়। তিনি বলিতেন না প্রচার করিতেন না, সেই জলন্ত অগ্নি তাঁহার মধ্যে কার্য্য করিত।

পূর্ব্বোল্লিখিত নির্ব্বাণের বিষয় যাহা বলা হইল তাহা অভাব পক্ষের, কিন্তু ভাব পক্ষের নির্ব্বাণের স্বতন্ত্র লক্ষণ। তাহা আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, কিন্তু ধ্বংস বা শূন্যভাব নহে। তাহা জীবনের অবিনশ্বর ভাব ও নির্ম্মল সত্তা; নিত্যতা, পূর্ণতা, জ্ঞান, শান্তি, পরিশুদ্ধি, নির্ব্বিকার সত্ত্ব।

১। "স্থলেঽন্তরীক্ষে অজরামরে শিবে" জরাও নাই, মৃত্যুও নাই, হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, চিত্তের চাঞ্চল্যতা বা অস্থিরতাও নাই, জীবনের কোন পরিবর্ত্তন নাই। আজ বালক, কাল যুবা, পরশ্বঃ বৃদ্ধ, আজ ধনী, কাল রাজা, পরশ্ব গরিব; আজ সবল, কাল দুর্ব্বল, পরশ্বঃ রোগে অস্থির; যন্ত্রণায় কাতর। যে অবস্থায় এ সব কিছুই নাই, তাহাকে নিত্যতা বলে।

২। কোন বিষয়ে আশাও নাই, তৃষ্ণাও নাই, বাসনা বা স্পৃহাও নাই, অনুরাগ বা বিরাগও নাই, ইচ্ছা বা উদাসীন ভাবও নাই, সদাই পূর্ণ, অভাববিরহিত। ধনেরও আশা নাই, মানেরও ইচ্ছা নাই, সুখেরও স্পৃহা নাই, কোন বস্তুরও প্রয়োজন নাই, কোন বিষয়ে সাপেক্ষও নহে অধীনও নহে, নিয়ত নিরবলম্ব ভাব, কোন কামনায় চিত্ত প্রবৃত্ত হয় না। যে অবস্থায় এই ভাব লাভ করা যায় তাহাকে পূর্ণতা বলে।

৩। ভ্রম নাই, মায়া নাই, অবিদ্যা নাই, ছায়া বা কল্পনাও নাই, অবস্তুতে বস্তুপ্রতীতিও নাই। প্রকৃত বস্তুর প্রতীতি, সত্যে স্থিতি, সৎপদার্থেই অনুরাগ, সত্যপালন, সত্যগ্রহণ, সত্যধারণ, সত্যে জীবন সমর্পণ, নিত্য পরমার্থ বিষয়ে মগ্ন, তাহাতেই চির অভিরুচি। সেই নিত্য বস্তুর জন্য অভিলাষ, তাহার জন্যই হৃদয়ের চির আকর্ষণ। যাহার আদিও নাই অন্তও নাই, সীমাও নাই, পরিধিও নাই

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমং" অনন্তজ্ঞানে বিলয়, আকাশবৎ বিস্তৃত ভাব অর্থাৎ মুক্তস্বভাব, সর্ব্বত্র সমদর্শন ইহার নাম জ্ঞান। "অস্তিনাস্তিবিনির্মুক্তমাত্মনৈবাত্মবর্জ্জিতং" "অদ্বয়ো ধর্ম্মনির্দ্দেশঃ" সমুদায় আছে কি নাই তদ্বোধে মুক্ত, একই ধর্ম্মনির্দ্দেশ, ইহার নাম জ্ঞান।

৪। সুখদুঃখের অতীতাবস্থাকে শান্তি বলে। সুখেও গর্ব্বিত নহে, দুঃখেও মুহ্যমান নহে। নিরন্তর বিষয়ান্তর অন্বেষণে হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহার অতীত অবস্থাতে নির্ম্মল শান্তিরসের উদয়। অভাব ভাবের অতীত হইলে যে আরাম হয় তাহাই প্রকৃত শান্তি।

৫। পাপ নাই, মোহ নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, অহঙ্কার নাই, অবিশ্বাস নাই, অশ্রদ্ধাও নাই, নিত্য নির্ম্মল, ইন্দ্রিয় বিকার নাই, তাহাতে সুখাভিলাষও নাই, সদা পবিত্রতা, ইহার নাম পরিশুদ্ধি।

৬। বুদ্ধদেব বিকারী আত্মা মানিতেন না, তিনি পুনর্জ্জন্ম মানিতেন, কর্ম্মবন্ধনে জীবের নিরন্তর যাতায়াত হয় ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া এক শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যাওয়াই প্রকৃত নির্ব্বাণ। আত্মার স্থিরতা নাই, কিন্তু এই সত্ত্ব অবিনশ্বর, কারণ তিনি আমিত্ববোধকেই আত্মা বলিতেন। অতএব আত্মা ও নির্ব্বাণবিষয়ে যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল নির্ব্বাণতত্ত্ব বিশদ-

রূপে না জানাতে। ডেবিডস, ল্যাসেন, বোর্ণোফ টর্ণার চাইল্ডার প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন তিনি আত্মা পরলোক বা অপর কোন ঈশ্বরপদবাচ্য সত্তা মানিতেন না। ললিত বিস্তরেই শাক্য মুনির জীবন, সাধনপ্রণালী ও মত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং তদনুসারে বিচার করিতে হইলে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে তিনি প্রচলিত বিশ্বাসের অতীত হইয়া নূতন ভাবে এই তিনটিই বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধ বলিতেন আমিত্ববোধই আত্মা। ইহাকে বিনাশ না করিলে ধর্ম্ম হয় না, মুক্তি হয় না, নির্ব্বাণ লাভ করা যায় না। ইহার বিনাশে কি থাকে ? শুদ্ধ নির্ব্বিকার এক সত্ত্ব থাকে, তাহাই সেই চৈতন্য পদার্থ বা আমরা যাহাকে আত্মা শব্দে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বাণ যদি ধ্বংসই হইত তবেত কিছুই নাই। কিন্তু পর-দুঃখে কে এত কাতর হইল, দুঃখী জীবগণের উদ্ধারের জন্য কাহার অন্তরে এত দয়া হইল, কে তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে গেল, নির্ব্বাণের উপদেশ দিয়া কে শত শত লোককে নির্ব্বাণের পথে আনয়ন করিল ? সেই পরিশুদ্ধ সত্ত্ব। এই সত্ত্বের বিনাশ নাই, নিত্য, ইহার জন্মজরা মৃত্যু নাই। তবেই পরলোকে বিশ্বাস করা হইল। আর যে অবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ হয়, যাহা প্রাপ্ত হইলে পরম সম্বোধি লাভ করা যায়, উহা নিত্য পূর্ণ অনন্ত জ্ঞান, চির শান্তি। পূর্ণ পরিশুদ্ধি, তাহাই বা কি ? সেই এক সচ্চিদানন্দ পুরুষে মগ্ন ভাব।

ফলতঃ সমাধিতত্ত্ব প্রতীতি করিলে নির্ব্বাণসম্বন্ধে সমুদায় ভ্রম বিদূরিত হয়। যাহা হউক বুদ্ধদেব তৎকালে যে পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা বৈদিক অসার ক্রিয়া-কলাপের বিরোধী ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত মহাত্মা সুগতের নির্ব্বাণতত্ত্ব বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অপর প্রমাণ এই। শাক্যসিংহ যখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সাত দিন বোধিবৃক্ষমূলে এই চিন্তায় মগ্ন হইলেন যে এখনত আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল, তবে কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, কেবল অনর্থ যোগে নিযুক্ত থাকিব, না তাহা লোককে শিক্ষা দিব? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধচক্ষে মানুব জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে ও দেখিতে লাগিলেন। এই বুদ্ধনয়নের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। ইহার নাম প্রত্যাদিষ্টত্ব কিন্তু কাহার দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট? সেই এক পূর্ণ শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা। তখন এই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল,

গম্ভীর (১) শান্তো বিরজো (২) প্রভাস্বরঃ
প্রাপ্তো মি (৩) ধর্ম্মোহামৃতোহসংস্কৃতঃ।
দেশেয় (৪) চাহং ন পরস্য জানে

(১) গম্ভীরঃ। (২) বিরজাঃ। (৩) ময়া। (৪) দেশ-

যন্নূন (৫) তুষ্ণী (৬) পবনে চরেয়ম্॥
অপগতগিরি বাহ্যথো (৭) হ্যলিপ্তো (৮)
যথ গগণন্তথা স্বভাবধর্ম্মম্।
চিত্তমনঃ (৯) বিচারবি প্রমুক্তং
পরম (১০) আশ্চর্য্যং পরো বিজানে (১১)॥
ন চ পুনরয়ু (১২) শক্য (১৩) অক্ষরভ্যাঃ
প্রবিশতু (১৪) অনর্থযোগবিপ্রবেশঃ।
পুরিম (১৫) জিনকৃতাধিকারঃ সত্ত্বাস্তে
ইমু (১৬) শ্রণিত্ব (১৭) হি ধর্ম্ম শ্রদ্দধন্তি (১৮)॥
ন চ পুনরিহ কশ্চিদস্তি ধর্ম্মঃ
সোঽপি ন বিদ্যতি যস্য নাস্তি (১৯) ভাবাঃ।
হেতুক্রিয়পরম্পরা (২০) জানেত (২১)
তস্য ন ভোতীহ (২২) আস্তনাস্তিভাবাঃ॥
কল্পশতসহস্র (২৩) অপ্রমেয়া (২৪)

মিমং দেশেয়মিতি বা। (৫) নূনম্। (৬) তুষ্ণীমুপবনে। (৭) বাহ্যতঃ। (৮) অলিপ্তম্ যথা। (৯) চিত্তমনঃ। (১০) পরমাশ্চর্য্যম্। (১১) বিজানাতি। (১২) অয়ম্। (১৩) শক্যঃ। (১৪) প্রবেশয়িতুম্। (১৫) পূর্ব্ব—এবমন্যত্র। (১৬) ইমম্। (১৭) শ্রুত্বা। (১৮) ধর্ম্মং শ্রদ্দধতি। (১৯) ন সন্তি। (২০) পরম্পরাম্। (২১) জানাতি। (২২) ভবন্তি। (২৩) পর্য্যন্তম্। (২৪) অপ্রমেয়ম্।

অহু চরিতঃ (২৬) পুরিমজিননকাশে (২৭)।
ন চ ময়া প্রতিলব্ধ (২৮) এষ (২৯) ক্ষান্তী (৩০)
যত্র ন আত্ম (৩১) ন সত্ত্ব (৩২) নৈব জীবঃ ॥
যদ (৩৩) ময় (৩৪) প্রতিলব্ধ এষ ক্ষান্তি
ম্রিয়তি (৩৫) ন চেহ কশ্চিজ্জায়তে বা।
প্রকৃতি (৩৬) ইমি (৩৭) নিরাত্ম (৩৮) সর্ব্বধর্ম্মা
স্তদ মাং (৩৯) ব্যাকরি (৪০) বুদ্ধদীপনামা (৪১) ॥
করুণ (৪২) মম অনন্ত (৪৩) সর্ব্বলোকে
পরমন্থ চানর্থরতা (৪৪) মহৎ প্রতীক্ষ্য।
ইয়ং পুনর্জ্জনতা প্রসন্ন (৪৫) ব্রহ্ম (৪৬)
তেন অধীষ্থ (৪৭) প্রবর্ত্তয়ি (৪৮) চক্রং ॥
এবঞ্চ অয়ু (৪৯) ধর্ম্ম গ্রাহ্য (৫০) মে স্যাৎ

---

(২৫) অহম্। (২৬) চরিতবান্। (২৭) সকাশাৎ। (২৮) প্রতিলব্ধা, এবমন্যত্র। (২৯) এষা এবমন্যত্র। (৩০) ক্ষান্তিঃ, এবমন্যত্র। (৩১) আত্মা। (৩২) সত্ত্বঃ। (৩৩) যদা। (৩৪) ময়া। (৩৫) ম্রিয়তে। (৩৬) প্রকৃতিঃ। (৩৭) ইয়ম্। (৩৮) অনাত্মনঃ। (৩৯) তদা। (৪০) ব্যাকরিষ্যন্তি। (৪১) বুদ্ধদীপনামানম্। (৪২) করুণা। (৪৩) অনন্তা। (৪৪)—রতম্। (৪৫) প্রসন্না। (৪৬) ব্রহ্মণি। (৪৭) অধিষ্ঠায়। (৪৮) প্রবর্ত্তয়িষ্যামি। (৪৯) অয়ম্। (৫০) ধর্ম্মা গ্রাহ্যঃ।

স চ (৫১) মম ব্রহ্ম ক্রমে (৫২) নিপত্য যাচেৎ।
প্রবদতি (৫৩) বিরজা (৫৪) বিপ্রণীতধর্ম্মং
সন্তি বিজ্ঞানক (৫৫) সত্ব (৫৬) শ্চারকাশ্চ॥

লী, বি, ২৫,০অ, ।

"এখন আমি গম্ভীর শান্ত নিষ্পাপ ও লোকভাস্কর। আমি স্বাভাবিক অমৃতময় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সমুদয় জীবদিগকে এই ধর্ম্ম উপদেশ দিব। আমি কি পরের অবস্থা জানি না যে চুপ করিয়া উপবনে বসিয়া থাকিব। আমার বহিঃস্থ অন্তরায়সকল বিলুপ্ত হওয়াতে নির্লিপ্ত হইয়াছি, আকাশের ন্যায় আমার স্বভাবই সুনির্ম্মল ধর্ম্ম। অপর লোকে আমার চিত্ত মন সন্দেহমুক্ত ও পরম আশ্চর্য্য বলিয়া জানিতেছে। এই অবিনশ্বর অবস্থা হইতে পুনরায় আবার অনর্থ বিষয়াগমে প্রবেশ বা প্রবেশ করান শক্তির অতীত। আমি পূর্ব্বতন জিনদিগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সমুদয় জীব এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবে। ইহলোকে আর এরূপ ধর্ম্ম নাই, [মুক্তিপ্রতিরোধী] পদার্থ নাই এমন কোন ধর্ম্মও বিদ্যমান নাই। লোকে কেবল কারণ ও কার্য্য পরম্পরা জানে,

---

(৫১) তৎ। (৫২) পদে ইত্যর্থঃ। (৫৩) প্রবদন্তি। (৫৪) বিরজস্কম্। (৫৫) বিজ্ঞানবন্তঃ। (৫৬) সত্বাঃ।

তাহার সম্বন্ধে আছে ও নাই এরূপ পদার্থসকল কিরূপে থাকিবে? পূর্ব্বতন জিনদিগের নিকট হইতে আমি কল্প শত সহস্র পর্য্যন্ত অপ্রমেয় [ধর্ম্ম] আচরণ করিয়াছি। কিন্তু যাহাতে আত্মা নাই, প্রাণ নাই, জীব নাই, এ নিবৃত্তি যোগ আমি পাই নাই। কেহ মরে না কেহ জন্মে না, এ সকল ধর্ম্ম নিরাত্ম [দেহাদির] প্রকৃতি, এই নিবৃত্তিযোগ যখন আমি লাভ করিলাম তখন আমাকে বুদ্ধদীপ নামে লোকে প্রকাশ করিবে। সর্ব্ব লোকে আমার অনন্ত করুণা, অনর্থরত অপর লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া আর কেন থাকি। এই জনসমূহ প্রসন্ন, অতএব ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবর্ত্ত হইব। এ আমার ধর্ম্ম সকলের গ্রাহ্য হইবে। ব্রহ্মপদে * নিপতিত হইয়া উহা সকলেই আমার নিকট যাচ্ঞা করিবে এবং জ্ঞানিগণ যাহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, ইহা তাহাই। [এ ধর্ম্ম-গ্রহণের উপযুক্ত] অনেক বিজ্ঞানযুক্ত ও বদ্ধ জীব আছে।" বুদ্ধ দেবের এই উক্তিই নির্ব্বাণের পরম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনি যেসগুণ নিগুর্ণের অতীত

* "ব্রহ্মপদে" এ অর্থ ব্রহ্ম ও ক্রম শব্দ সমস্তপদ হইলে হয়। আদর্শ পুস্তকে এই দুই শব্দ অসমস্তরূপে বিন্যস্ত আছে। তদনুসারে "আমি ব্রহ্ম সহ অভিন্ন আমার চরণে প্রণত হইয়া" এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয়। সং।

এবং নির্ব্বিকার পুরুষে একাকার হইয়া পরম সমাধি ও সম্বোধি লাভ করিয়া শান্ত ও নিষ্কলঙ্ক হইয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণতা সম্ভোগের দশ প্রকার অবস্থা হয়, ইহাকে বর্গ বা ভূমি কহিয়া থাকে, যথা প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চ্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী, ধর্ম্মমেধা। সুতরাং নির্ব্বাণ শূন্যবাদ নহে, ইহা চিত্তের অত্যুন্নত অবস্থা তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

অপিচ

সুখা (১) বিবেকস্তুষ্টস্য শ্রুতধর্ম্মস্য পশ্যতঃ।
অব্যাবধ্যং সুখং লোকে প্রাণিভূতস্য সংযমঃ॥
সুখা বিরাগতা লোকে পাপানাং সমতিক্রমঃ।
অস্মিন্ মানুষ্যবিষয়ে এতদ্বৈ পরমং সুখং॥

"আমি ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শন করিয়াছি, বিবেকপরিতুষ্ট হইয়াছি, ইহাই আমার সুখ। কারণ প্রাণিগণের সংযমই নিত্য সুখ। এই অবনীমণ্ডলে পাপ অতিক্রম করা ও বৈরাগ্যই সুখ। এই মানব জীবনে ইহাই পরম সুখ।" বিবেক, বৈরাগ্য ও চিত্তসংযমে তাঁহার অপার আনন্দ হইয়াছিল কে আর অস্বীকার করিবে।

---

(১) সুখমেব মন্যত্র।

নির্ব্বাণ প্রাপ্তিতে তাঁহার সমুদয় দেবভাব স্ফুরিত হইয়া গেল। অতএব নির্ব্বাণ শূন্যবাদ নহে পূর্ণধ্বংসও নহে।

নাস্ত্যন্তরে (১) হস্য নাশো যথা চ বর (২) বোধি লব্ধা। ল, বি, ২২অ, ।

উত্তরকালেও ইহাঁর বিনাশ নাই, কেন না ইনি শ্রেষ্ঠ বোধি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) লাভ করিয়াছেন।

কাঙ্ক্ষা বিমতিসমুদয়া দৃষ্টীজড়জম্বিতা (১) অশুভমূলা।
তৃষ্ণানদী তিবেগা (২) প্রশোষিতা মে জ্ঞানসূর্য্যেণ।

অমঙ্গলের হেতু, দুর্গতির কারণ, দৃষ্টিজলে নিপীড়িত বাসনা ও অতিপ্রবলা তৃষ্ণানদীকে আমি জ্ঞানসূর্য্যের দ্বারা শোষিত করিয়াছি।

কুহনলপনপ্রহাণং মায়ামাৎসর্য্যদোষ (১) ঈর্ষাদ্যাম্!
ইহ তে (২) ক্লেশারণ্যং ছিন্নং বিনয়াগ্নিনা দগ্ধম্॥

মায়ামাৎসর্য্যদোষ ঈর্ষাদি সর্পের বদনের ন্যায় বিনাশ করে। এখানে সেই ক্লেশারণ্য ছিন্ন হইয়াছে, বিনয়াগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে।

ইহ রুদিতক্রন্দিতানাং শোচিতপরিদেবিতানপর্য্যন্তম্।
প্রাপ্তং ময়া হ্যশেষং জ্ঞানগুণসমাধিমাগম্য॥
ওঘো যোগগন্ধাঃ শোকশল্যা মদাঃ প্রমদাশ্চ॥

---

(১) উত্তরস্মিন্। (২) বরা। (৩) বোধিঃ।
(১) দৃষ্টিজলমন্ত্রিতা। (২) অতিবেগা।
(১) দোষেষ্যাদ্যাম্। (২) তৎ।

বিজিতা মমেহ (১) সর্ব্বে সত্যনয়সমাধিমাগম্য।

এই বোধিমূলে জ্ঞানগুণ সমাধি আরম্ভ করিয়া আমি রোদনক্রন্দন শোক পরিদেবনার সীমা প্রাপ্ত হইয়াছি। নীতি, সত্য ও সমাধি প্রাপ্ত হইয়া, পাপপ্রবাহ, যোগের প্রতিকূল ভাব, শোকশল্য, মদ ও প্রমদ প্রভৃতি সমুদায় অরিকে আমি জয় করিয়াছি।

ইহ তে মূলক্লেশাঃ সানুশয়া দুঃখশোকসম্ভূতাঃ।
ময়া উদ্ধৃতা অশেষাঃ প্রজ্ঞাবরলাঙ্গলমুখেন॥
ইহ মে (১) প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বিশোধিতং প্রকৃতিবিশুদ্ধসত্বানাম্।
জ্ঞানাঞ্জনেন মহতা মোহপটলবিস্তরং ভিন্নম্॥
ইহধাতুভূত (১) চতুরো (২) মদমকরবিলোড়িতা বিপুলতৃষ্ণাঃ।
স্মৃতিসমর্থভাস্করকরাগ্রৈর্ব্বিশোধিতা মে ভবসমুদ্রাঃ॥
ইহ বিষয়কাষ্ঠনিচয়ো বিতর্কসমোমহামদবহ্নিঃ।
নির্ব্বাপিতো দীপ্তো বিমোক্ষরসশীততোয়েন॥
ইহ মে অনুশয়পটলা আস্বাদতড়িদ্বিতর্কনির্ঘোষাঃ।
বীর্য্যবলপবনবেগৈর্বিধূয় বিলয়ং সমুপনীতাঃ॥
ইহ পঞ্চগুণসমৃদ্ধাঃ ষড়িন্দ্রিয়হয়া মদোন্মত্তাঃ।
বদ্ধাময়া হ্যশেষঃ সমাধিমশুভং (৩) সমাগম্য॥

---

(১) মমেহ।
(১) ময়া।
(১) ধাতুভূতাঃ। (২) চত্বারঃ। (৩) শুভম্।

দুঃখশোকজনিত কর্ম্মাবশেষ মূলক্লেশসকল প্রজ্ঞারূপ শ্রেষ্ঠ লাঙ্গলমুখে আমি নিঃশেষ করিয়াছি। প্রকৃতিবিশুদ্ধ প্রাণিগণের আমা দ্বারা প্রজ্ঞা চক্ষু শোধিত হইল। আমি মহাজ্ঞানাঞ্জনের দ্বারা মোহজাল ভেদ করিয়াছি, আমার সম্বন্ধে বিপুল তৃষ্ণাসম্ভূত মদমকরবিলোড়িত মূলীভূত চারি ভবসমুদ্র স্মৃতিরূপ প্রবল ভাস্করের কিরণ দ্বারা বিশোষিত হইয়াছে। এখানে বিষয়কাষ্ঠনিচয়যুক্ত বিতর্কসহযোগী প্রদীপ্ত মহামদবহ্নি মোক্ষরসের শীতলজলে নির্ব্বাপিত করিয়াছি। বিষয়াস্বাদরূপ তড়িৎ এবং বিতর্ক গর্জ্জনযুক্ত আমার কর্ম্মাবশেষ মেঘ বীর্য্যবলপবনবেগে চালিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। শুভ সমাধি লাভ করিয়া মদোন্মত্ত ও পঞ্চগুণে সম্বর্দ্ধিত অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ দ্বারা তেজস্বী ষড়িন্দ্রিয়ঘোটকগণকে বদ্ধ করিয়াছি।

ইহ তন্ময়ানুবুদ্ধং সর্ব্বপরপ্রবাদিভির্যদপ্রাপ্তম্।
অমৃতং লোকহিতার্থং জরামরণশোকদুঃখান্তম্॥

অন্য মতাবলম্বিগণ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, আমি এখানে লোকহিতার্থ সেই অমৃত বুঝিয়াছি, যাহাতে জরা মরণ শোক বিনষ্ট হয়।

যত্র স্কন্ধৈর্দুঃখমায়তনৈস্তৃষ্ণাসম্ভবং দুঃখম্।
ভূয়ো নচোদ্ভবিষ্যত্যভয়পুরমিহাভ্যুপগতোহস্মি॥

দুঃখায়তন স্কন্ধসমূহ দ্বারা তৃষ্ণাজনিত দুঃখ আর উৎপন্ন হইবে না, আমি এখানে অভয়পুরী প্রাপ্ত হইয়াছি।

মৈত্রীবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।
করুণাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।
মুদিতাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।
ভিন্না ময়াহ্যবিদ্যা দীপ্তেন জ্ঞানকঠিনবজ্রেণ।

ল, বি, ২৪ অ।

আমি এই বোধিমূলে বসিয়া প্রেমবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, দয়াবলে জয় করিয়া অমৃত পান করিয়াছি, আনন্দবলে জয় করিয়া অমৃত রস পান করিয়াছি, আমি প্রদীপ্ত জ্ঞানাশনিদ্বারা অবিদ্যা ছেদন করিয়াছি। তবে কি সপ্রমাণ হইল না যে তাঁহার নির্ব্বাণ, পরম মুক্তি, জীবন্মুক্তি, নবজীবনলাভ ভাগবতী তনুপ্রাপ্তি, সশরীরে স্বর্গভোগ? ইহাতে জ্ঞান আছে, বিনয় আছে, সত্য আছে, নীতি আছে, প্রজ্ঞা আছে, স্মৃতি আছে, মোক্ষরস আছে, বীর্য্য আছে, বল আছে, সমাধি আছে, মৈত্রী করুণা আনন্দ আছে, শান্তি আছে। কি নাই? সকলই আছে। ব্রহ্মে স্থিতি পর্য্যন্তের অভাব নাই। এ সমুদায়ই আমিত্ববিনাশমূলক। তবে যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াও "আমি করিয়াছি" উক্ত হইয়াছে তাহা আমিত্ববিহীন, অবিদ্যাবিমুক্ত তমোহীন "আমি"; "মুক্ত আমি"; "শুদ্ধ সত্ত্ব আমি"। ঈশা যে বলিয়াছিলেন "আমি পথ, সত্য ও জীবন" সে কোন্ "আমি"? তাহাও ঐ শুদ্ধসত্ত্ব নির্ব্বিকার 'আমি"।

এই নির্ব্বাণসাধনের বিবিধ উপায় আছে। প্রথমে প্রতিকূল তৎপরে অনুকূল। প্রথমোক্তটি দশ প্রকার, দ্বিতীয়টি সাধনের অষ্টাঙ্গ। প্রতিকূল—যথা; আত্মভ্রম বা স্বকীয় দ্বৈতভাব, বিচিকৎসা (সংশয়), শীলব্রতপরামর্শ বা ক্রিয়াকলাপে অনুরাগ, কাম, প্রতিঘ (ক্রোধ) অথবা ঘৃণা; রূপরাগ অর্থাৎ ইহজীবনের প্রতি অনুরাগ, অরূপরাগ বা স্বর্গকামনারূপ জীবনে আনুরক্তি, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা। অনুকূল যথা—সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত বা সদ্ব্যবহার, বা সম্যক্ আজীবন সদুপায়ে উপজীবিকা আহরণ, সম্যক্ ব্যয়াম, সম্যক্ স্মৃতি, ও সমাধি। এই অষ্ট প্রকার সাধনের দ্বারা নির্ব্বাণের পরমশত্রু পাপগুলিকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে হইবে। সমাধি আবার চতুর্ব্বিধ। বিবেক, একোহতিভাব, উপেক্ষকতা ও অস্মৃতিবিশুদ্ধি। ইহার প্রথমাবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ ও অসৎপদার্থের মূলপরিদর্শন অর্থাৎ নির্ব্বাণ, মোক্ষ, শান্তি, সমাধির প্রকৃত জ্ঞান প্রতীতি ও উপলব্ধি এবং তৎপরে, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অনিত্যতা ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের অসারতা প্রতীতি হইয়া থাকে। ঐ বিবেক পরিষ্কার নির্ম্মল চক্ষু এবং উহা এক অলৌকিক জ্যোতিঃ। এই ধ্যানে পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকল আলোকিত হয়, তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয়, প্রত্যক্ষ বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়। ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব (Generalization)

হইতে একত্বে (Synthesisএ) অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। তৎকালে ভিন্ন বস্তুর আর জ্ঞান থাকে না। সেই এক পরম পদার্থ, একই ধ্যান একই জ্ঞান, একই প্রতীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও প্রীতি। তদ্ব্যতীত বস্ত্বন্তরে দৃষ্টি নাই, জ্ঞানও থাকে না, ভাব বা ভাবনাও হয় না। তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বিরাগ, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য, এই সমুদায় বোধের অতীত হয়। তখন আত্মা মধ্যমাবস্থায় অবস্থিতি করে। তখন আত্মা নির্লিপ্ত, উপেক্ষক, অস্পৃষ্ট অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। কোন প্রকার জ্ঞান বা বোধে আসক্ত নহে, অধীন নহে, ক্রিয়াহীন জড়বৎ। চতুর্থ সমাধিতে আত্মস্মরণ তিরোহিত হয়। এই আমিত্ব বা অহংভাব বিদূরিত হওয়াতে চিত্ত প্রকৃত নির্ম্মল হয়। অহঙ্কারই পাপের মূল, তাহার বিনাশে পাপের বিনাশ, পুণ্যের উদয়, পাপ জীবনের মৃত্যু ও ধর্ম্ম জীবনের প্রাপ্তি ও জন্ম। এই অবস্থায় সকল দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তিরসের উদয়, নির্ব্বাণরূপ পরমতত্ত্বের আবির্ভাব ; অনন্তজ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হয়। এখন সত্ত্ব প্রকৃতিস্থ হয়, ও অমর হইয়া যায়। আর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, জীবনও নাই, চ্যুতিও নাই। সত্ত্ব অচ্যুত রাজ্যে বিচরণ করে ও পরমানন্দে বিহার করে।

শেষাঙ্গ সম্যক্ সমাধি বা শম। বাহ্যিক মানসিক

সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হইলে এই শান্তির উদয় হয়। চিত্ত স্থির, কোন বিষয়ে চঞ্চল হয় না, প্রতিকূল অনুকূল কোন ব্যাপারে ভাবান্তর হয় না, তাহা নিরন্তর একই অবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহারি নাম শম।

এই নির্ব্বাণ চিত্ত পারমিতার অধিকারী হয়, পারমিতার উপর হৃদয় অবস্থিতি করে।

দানংশীলঞ্চ শান্তিশ্চ ধ্যানং বীর্য্যং বলন্তথা।
উপায়ঃ প্রণিধিঃ প্রজ্ঞা জ্ঞানং সর্ব্বগতংহি তৎ।
এষা পারমিতা প্রোক্তা বোধিসত্ত্বৈরনিন্দিতৈঃ॥

এখানে শীল শব্দের অর্থ সাধুতা, বীর্য্য, (সাহস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির উপর অদ্ভুত কর্ত্তৃত্ব) প্রণিধি (নিগূঢ় দর্শন; সমস্ত ব্যাপারের অতি সূক্ষ্মদর্শন) সর্ব্বগত জ্ঞান (সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রতীতি)।

এই নির্ব্বাণের পর ত্রিবিধ উন্নতির অবস্থা হইয়া থাকে। প্রথমে বোধিসত্ত্ব, পরে অর্হৎ, সর্ব্বশেষে বুদ্ধ। এই বুদ্ধ উন্নতির চরমাবস্থা, ইহা কেবল শাক্য সিংহেরই হইয়াছিল, তিনিই এই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রচার।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহারা লোকপ্রমুখাৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপথে চলেন না, বাস্তবিক পরোক্ষ জ্ঞানে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। জীবন্ত অগ্নিময় জীবনই তাঁহাদের অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ, স্বীয় আত্মাই তাঁহাদের প্রত্যাদেশের অভিনব খনি, জীবন্ত মনোহর প্রকৃতিই তাঁহাদিগের নিকট অভিনব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দৃষ্টান্ত বহন করিয়া থাকে। শুদ্ধ শান্ত অধ্যাত্মজগৎ তাঁহাদের বাস-ভূমি সুতরাং তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু নিয়তই উজ্জ্বল। মানব-প্রকৃতি আর তাঁহাদের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীত হয় না। সেই চিদাকাশ হইতে সতত জ্ঞানসমীরণ প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে। তত দিবস তাঁহারা প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, যাবৎ তাঁহারা স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও গতি স্থির না করেন এবং মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের প্রণালী স্বয়ং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করেন। তাঁহারা সিদ্ধি লাভ না করিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন না। সেই ঘোর অন্ধতমসাবৃত সময়ে মুষা সায়না পর্ব্বতে ও নিবিড় কাননে কি দর্শন করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া হতভম্ব হইলেন, তাঁহার বাক্য নিরোধ হইল, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, সর্ব্বাঙ্গ বিবশপ্রায় হইয়া গেল। সেই

জীবন্ত ঈশ্বরের জলন্ত আবির্ভাব; যাঁহার নাম "আমি-আছি।" তিনি বিদ্যুতের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় কি শ্রবণ করিয়াছিলেন? "আমি আছি" যাঁহার নাম, তাঁহার সুমধুর আদেশ বাণী। তিনি যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, তাহাই নগরবাসীদিগের নিকট গিয়া প্রচার করিলেন। ঈশা নিবিড় অটবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চল্লিশ দিবস কেন ক্রমাগত প্রার্থনা ধ্যান তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন, তেজঃপুঞ্জ ভাগবতীতনু লইয়া প্রফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সিংহরবে নগরে নগরে মধুর স্বর্গীয় শুভ সংবাদ প্রচার করিলেন। দেবর্ষি নারদের বীণায় এমন কি অলৌকিক আকর্ষণ ছিল যাহা শুনিয়া দেবগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। "আহুত ইবমে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি" তিনি ডাকিবামাত্র হৃদয়ে সুন্দর হরির দর্শন লাভ করিতেন, সেই হরির মনোহর রূপসাগরে ডুবিয়া স্বয়ং মত্ত হইতেন ও অপরকেও প্রমত্ত করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিবীণা এমন বাজিত যে তাহা শুনিবামাত্র দেবতারা মুর্চ্ছিত হইয়া যাইতেন। ঐ দর্শনই তাঁহাকে হরিগুণ কীর্ত্তনে ব্যাকুল করিয়াছিল। পরিশুদ্ধ বুদ্ধ এত দিন প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন নাই। এখন নির্ব্বাণ লাভ করিয়া সিদ্ধ হওয়াতে শাক্যসিংহ নাম ধারণ করিলেন। বোধিবৃক্ষের সুরস ফলাস্বাদন করিয়া আর তিনি একা অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বোধিবৃক্ষের চতু-

র্ব্বিধ ফল লাভ করিয়া তিনি অলৌকিক রূপ ধারণ করিলেন। ধর্ম্মরুচি, ধর্ম্মকায়, ধর্ম্মমতি, ও ধর্ম্মচারী এই চার দেবভাব তাঁহার শরণাগত হইল। একে রাজতনয় নবীন সন্ন্যাসী তাহাতে আবার জীবনের সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন হইল। পৃথিবীর বাসনাতৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া এখন ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র রুচি হইল, জীবশরীর বিনষ্ট হওয়াতে তিনি ধর্ম্মতনু প্রাপ্ত হইলেন, মতি ও আচরণ সকলই ধর্ম্মে পরিণত হইল।

বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়া পঞ্চচক্ষুষ্মান্ * হইলেন। নির্ব্বাণের সর্ব্বোচ্চ ও পূর্ণাবস্থাতে শারীরিক চক্ষু ব্যতীত অপর চতুর্ব্বিধ আধ্যাত্মিকচক্ষু লাভ করা যায়। মাংসচক্ষু, ধর্ম্মচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু, দিব্যচক্ষু, ও বুদ্ধচক্ষু, এই পঞ্চবিধ নয়নের দ্বারা তিনি মানবের অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি জীবের দুঃখে এক হইয়া

* Mr. Hodgson innumerates the fivefold faculty of vison thus : 1st, Mansachakshu, or the carnal eye ; 2nd, Dharmachakshu, the eye of religion, or the faculty of seeing through religion ; 3rd, Prajnanachakshu or the power of seeing by the intellect ; 4th, Divyachakshu or divine eye ; 5th, Buddhachakshu, the eye of Buddha, or the power of seeing all things past, passing and future.

গেলেন। তখন তিনি বুদ্ধচক্ষে জীবগণের অবস্থাচিন্তায় মগ্ন হইয়া ভাবিলেন "কস্মাদহং সর্ব্বপ্রথমং ধর্ম্মং দেশয়েয়ম্" এই প্রশ্ন উদয় হওয়াতে তিনি প্রথমতঃ রুদ্রক এবং দ্বিতীয়তঃ অরাড় কালামের কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহারা এই ধর্ম্মগ্রহণের উপযুক্ত; অতএব তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ নূতন ধর্ম্ম উপদেশ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু রুদ্রক সাত দিন এবং অরাড় কালাম তিন দিন পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে সেই পঞ্চজন শিষ্য যাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ করিলেন। তাঁহারা বারাণসীতে আছেন জানিয়া প্রথমে বারাণসীতে যাইতে মনস্থ করিলেন। তখন উরু-বিল্ব হইতে বাহির হইয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বোধিমণ্ডের অনতিদূরে গয়াতে আজীবক নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখমণ্ডলের অনুপম জ্যোতি ও শরীরের নির্ম্মল দিব্যলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন গৌতম! তুমি এরূপ ব্রহ্মচর্য্য কোথায় শিক্ষা করিলে? তিনি বলিলেন;

আচার্য্যো ন হি মে কশ্চিৎ সদৃশো মে ন বিদ্যতে।
একোঽহমস্মিং (১) সম্বুদ্ধঃ শীতিভূতো নিরাশ্রবঃ॥

---

(১) অস্মি।

"আমার কেহ আচার্য্য নাই, মৎসদৃশও কেহ নাই, আমি একাই সম্বুদ্ধ প্রমুক্ত এবং কর্ম্মবন্ধশূন্য হইয়াছি।" কি সিংহের ন্যায় বিক্রম অথচ বালকের মত সরলতা। লজ্জা ভয় তাঁহার নিকট আর স্থান পাইল না, তিনি নির্ভীক চিত্তে স্বীয় জীবনের কথা বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। আজীবক তাঁহার এই তেজোময় উত্তর শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ গর্ব্বিত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন তবে কি আপনি অর্হৎ, আপনি জিন? তিনি উত্তর করিলেন, আমিই লোকের এক মাত্র শাস্তা, অতএব আমি অর্হৎ, আমি কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় করিয়াছি, পাপকে জয় করিয়াছি, অতএব আমিই জিন। আজীবক বিনীত ভাবে বলিলেন, "ক্ব তর্হ্যায়ুষ্মন্ গৌতম গমিষ্যসি?" হে আয়ুষ্মন্ গৌতম, তবে তুমি কোথা গমন করিবে? তথাগত বলিলেন;

বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্।
অন্ধভূতস্য লোকস্য কর্ত্তাস্মীহং সদৃশীং প্রভাম্॥
শব্দহীনস্য লোকস্য তাড়য়িষ্যেঽমৃতদুন্দুভিম্।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্॥

"আমি বারাণসী যাইব, তথায় গিয়া অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি দিয়া চক্ষুষ্মান্ করিব ও বধিরকে অমৃতদুন্দুভিশ্রবণে ক্ষমতা দান করিব। লোকে যেরূপ ধর্ম্ম কখন প্রবর্ত্তিত হয় নাই

এরূপ ধর্ম্মচক্র তথায় প্রবর্ত্তিত করিব।” আজীবক এই অগ্নিময় সাহসের কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তখন বুদ্ধদেব পথে মগধরাজ বিম্বসার, এক ধনবান্ যুবা, যশোদেব ও তাঁহার পিতা মাতা এবং তাঁহার পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইলেন *। তিনি বৈরাগ্যকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন, সুতরাং গৃহস্থ বৈরাগীদিগকে ও বিশেষ সমাদর করিতেন। অনন্তর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া মৃগদাব নামক আশ্রমে মাসত্রয় ক্রমান্বয়ে অবস্থিতি করেন। তথায় পূর্ব্বপরিচিত সেই পাঁচ জন শিষ্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা প্রথমে তাঁহার প্রতি অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করে। তাঁহাকে দেখিয়া কেহই কথা না কহিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তন্মধ্যে জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য নামে এক জন “কি গৌতম” বলিয়া সম্বোধন করাতে বুদ্ধদেব তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র রুষ্ট না হইয়া বরং তাহার প্রতি প্রেম প্রসন্নতা ও অত্যন্ত সমাদর প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে

---

* ললিত বিস্তরে এ সম্বন্ধে এইমাত্র আছে যে তিনি পথে অনেকের কর্ত্তৃক সম্মানিত ও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এক নাবিক তরপণ্য না পাইয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দেয় না। তিনি আকাশমার্গে পার হইয়া যান। নাবিক অনুতপ্ত হইয়া রাজা বিম্বসারকে এই সংবাদ দেয়। তিনি সমুদায় প্রব্রজিতগণের তরপণ্য লওয়া বন্ধ করিয়া দেন। সং।

জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণতনয় অত্যন্ত বিনীভাবে তাঁহার চরণতলে পড়িয়া স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে তপোধন শাক্যমুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে অবশিষ্ট চারিজন শিষ্য ইহাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মরাজ্যের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। বারাণসীর মৃগদাবে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সূত্রসকল ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, শত শত লোক তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ ও অনুগত শিষ্য হইল। অনেক গৃহস্থ তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া দেবপূজা পরিত্যাগ করিল। নানাস্থান হইতে নরনারী সকল তাঁহার অভিনব ধর্ম্মের বৃত্তান্ত শ্রবণমানসে ঐ মৃগদাবে আগমন করিতে লাগিল। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র প্রভৃতি জাতিনির্ব্বিশেষে মুক্তি ও নির্ব্বাণের উপদেশ শুনিয়া মোহিত হইয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। বহুকাল হইতে বারাণসী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ইহা বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চার এক প্রধান স্থান এবং হিন্দুধর্ম্মের নিগড়ভূমি। সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানের লোকদিগকে বশীভূত ও ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে পার্শ্বস্থ জনগণকে সহজে হস্তগত করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের এখানে প্রতিষ্ঠালাভ হইল, চারিদিকে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। যদিও তিনি এই

সংসারকে একমাত্র বাসনা ও তৃষ্ণার মূলীভূত কারণ এবং মায়া ও বন্ধনের প্রকৃত জড় বিশ্বাস করিতেন, তথাপি ধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী সংযতেন্দ্রিয় সাধুগৃহস্থদিগকে উদর-পরায়ণ সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ধর্ম্মেদীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে মগধাধিপতি যুবরাজ তাঁহাকে নিজ রাজধানী রাজগৃহে পদার্পণ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে তাঁহার এক ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী ভিক্ষুদল সংগঠিত হইল। তাহাদিগকে লইয়া তিনি উরুবিল্বের মনোহর নিবিড় কানন মধ্যে বিহারার্থ গমন করিলেন। তথায় দ্বিজতনয় কাশ্যপের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহারা ভ্রাতৃত্রয়ে বুদ্ধদেবের নাম শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তৎসকাশে উপ-স্থিত হইলেন। সকলেই ব্রহ্মচারী দার্শনিক পণ্ডিত, কিন্তু অগ্নিহোত্রী ছিলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও উপাধ্যায় বলিয়া সুবিজ্ঞ লোকেরা অনেকে ইহাঁদের নিকট অধ্যয়ন করি-তেন। পরম জ্ঞানী গৌতম তাঁহাদের মধ্যে কিছু গাঢ় প্রণয়ে বাস ও কথোপকথন করাতে জ্যেষ্ঠ কাশ্যপ তাঁহার মত ও বিশ্বাস অবলম্বন করিলেন। তিনি অতিসুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞ বিশেষ জ্ঞানী ও ব্রহ্মচারী বলিয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান পদ লাভ করিলেন। তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হওয়াতে অবশিষ্ট ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁহাদের শিষ্যগণ সকলে ক্রমশঃ কাশ্যপের অনুসরণ করিলেন।

একদা বুদ্ধদেব নবদীক্ষিত শিষ্যগণকে লইয়া গয়ার নিকট-বর্ত্তী গন্ধহস্তী পর্ব্বতে বসিয়া আছেন, এমন সময় সম্মুখস্থ গিরিশিখরে দাবানল প্রজ্বলিত দেখিয়া তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া এক মনোহর উপদেশ দিলেন।

হে কাশ্যপ, ঐ যে জ্বলন্ত হুতাশন দেখিতেছ, যত দিন মানবমানবী বাসনা তৃষ্ণা ও অবিদ্যার অধীন থাকে, তত দিন তাহাদেরও চিত্ত ঐরূপে জ্বলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদি ও তদ্বিষয়সকল ঐ প্রধূমিত অনলের ইন্ধনস্বরূপ। বাসনা ও তৃষ্ণা ইন্দ্রিয় ও বিষয় জনিত ইন্ধনে ক্রমাগত জ্বলিয়া উঠে। মনুষ্য যত সুন্দর পদার্থ দর্শন করে, তত তাহার অন্তরে সুখস্পৃহা প্রবলতর হয়, এবং যত সেই স্পৃহা বলবতী হয়, তত দুঃখের কারণ ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। বিষয়াদির জ্ঞান চিত্তে যত অধিক হয়, অসার সুখ দুঃখে মন তত লিপ্ত হইয়া যায়, এইরূপে জন্ম জরা মৃত্যু শোক দুঃখ দৌর্ম্মনস্য দহ্যমান হইয়া মানবগণ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু যাঁহারা বোধিমার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহারা আত্মনিগ্রহে সেই বাসনা ও বিজ্ঞানরূপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেন না, তাঁহারা সমুদয় অন্তরেন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া শান্ত হয়েন। নির্ব্বাণের চরম লক্ষ্য পবিত্রতা ও প্রেম তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া পরম সম্বোধি লাভ করেন। অন্তর বিশুদ্ধ হইলে আর বাহ্য পদার্থসকল অন্তরেন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করিতে পারে না। এই-

রূপে ক্রমে তৃষ্ণানল নির্ব্বাণজলে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যথার্থ শিষ্য এই প্রকারে সকল পাপের মূলবৃক্ষ হইতে এককালে বিমুক্ত হয়েন। কি চমৎকার উপদেশ! বাস্তবিক কামক্রোধাদি রিপুসকল এক বাসনা ও তৃষ্ণা হইতেই উৎপন্ন হয়। যদি সেই তৃষ্ণা বিনাশ করা যায়, তবে সমুদায় রিপুর মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন প্রকৃত পুণ্য ও প্রেমের বিকাশ হয়। যে ব্যক্তি সেই অনন্ত পুণ্য ও প্রেমের জলধিতেমগ্ন হইয়া যায়, তাহার আর কোন প্রকার বাসনা থাকে না।

অতঃপর শাক্যসিংহ কাশ্যপ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মগধরাজ বিম্বসার তৎকালে প্রতাপশালী ঐশ্বর্য্যবান্ রাজা ছিলেন। রাজা ইহাঁদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। নগরবাসী সহস্র সহস্র লোক ইহাঁদিগকে দেখিতে কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে পথে প্রকাণ্ড ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রাজতনয় গৌতম যেমন আজানুলম্বিতবাহু বিশাল ও উন্নতগ্রীব, কাশ্যপও তদ্রূপ। উভয়েই শান্ত বিনীত ও গম্ভীরপ্রকৃতি এবং সন্ন্যাসী। ইহার মধ্যে কে গুরু কে শিষ্য সকলে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কতক লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুবিজ্ঞ গৌতম ঋষি তাহা অবগত হইয়া কথাচ্ছলে কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি আদিত্যের পূজা পরিত্যাগ

করিলে? কাশ্যপ তাঁহার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে, "কতকগুলি লোক দর্শন স্বাদ গন্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতায় সুখানুভব করিয়াছে, আর কতকগুলি ত্যাগে। আমাদের মতে এই দ্বিবিধই অসার। নির্ব্বাণ অত্যুচ্চ শান্তি, ইহা ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকের অপ্রাপ্য। বিশেষ যাহারা জরামরণজন্মের অধীন তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা শুদ্ধাত্মা ও উন্নত তাঁহারা এই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। উভয়ের এই কথোপকথন অবসান হইলে রাজা বিম্বসার তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

তৎকালে কাশ্যপ মগধপ্রদেশে অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। একদিকে মহাজ্ঞানী কাশ্যপ, অপর দিকে মগধাধিপতি, উভয়ে অতি প্রধান লোক হইয়া এই নূতন নির্ব্বাণমার্গের অনুসরণ করাতে পর দিন যষ্টিবনে হাজার হাজার লোক গৌতমকে দেখিতে আসিল এবং তাঁহার নূতন মত, অভিনব মুক্তিতত্ত্ব শ্রবণলালসায় তৃষ্ণার্ত্ত হইল। শ্রবণাভিলাষী দর্শকগণের ভিড়, ব্যগ্রতা উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া শাক্যসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পর দিন তিনি যখন ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া নগরের মধ্য দিয়া রাজদ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন, পথে সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অলৌকিক ভাব

দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। কি উজ্জ্বল জ্যোতি, দিব্য লাবণ্য, সৌম্যমূর্ত্তি, প্রসন্ন ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও পুণ্যময় মুখমণ্ডল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকের চিত্ত প্রফুল্ল হইত। তিনি যখন পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন মস্তক অবনত করিয়া দৃষ্টি নিম্নে সংস্থাপন করিয়া গম্ভীরভাবে জীবের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে পদ সঞ্চারণ করিতেন। এ দিকে রাজা বিম্বসার সুগত ভোজনপাত্রহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান শুনিয়া ত্রস্তভাবে তথায় সমাগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করত কহিলেন, "ভগবন্, যষ্টিবন বহু দূরে, আপনার আসিতে ক্লেশ হয়, অতএব অদূরে বেণুবনে অবস্থিতি করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন।" শাক্যমুনি ঐ বেণুবনে দুই মাস অবস্থান করিয়া বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। বর্ষাকালে চতুর্মাস্যের সময় তিনি এখানে প্রতিবৎসর বিহার করিতে আসিতেন। এই মঠে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বেণুবনে তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বচন শুনিয়া শারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন নামক দুই জন সন্ন্যাসী স্বমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ইহাঁরা উভয়ে তাঁহার প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাক্যমুনি এই দুইজনকে সংঘমধ্যে প্রধান প্রতিষ্ঠিত করাতে পুরাতন ভিক্ষুগণের হিংসা উত্তেজিত হইল। তাঁহারা সকলেই গৌতমের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া

গেলেন। তখন গুরু তাঁহাদের আন্তরিক কলুষিত ভাব দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "দেখ সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করা এবং আপন আপন হৃদয় নির্ম্মল করাই বুদ্ধগণের ধর্ম্ম। তোমরা কেন ইহার বিপরীত আচরণ করিতেছ।" কি আশ্চর্য্য, মহাপুরুষেরা সকল যুগেই শিষ্য ও প্রেরিতগণের দৌরাত্ম্য ও বিবাদ জন্য সময়ে২ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছেন। মহাজনেরা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা নির্ম্মল আকাশের ন্যায় প্রশান্তচিত্ত ও বিশুদ্ধ এবং সমুদ্রের মত অতিগভীর অতলস্পর্শ, সুতরাং তাঁহারা আর কোন প্রকারে বিক্ষিপ্ত হইবার নহেন। কিন্তু অসিদ্ধ অসংযত শিষ্যগণ ভিন্নরুচি, বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, সামান্য সংঘর্ষণ হইলে তাহাদের চিত্তের প্রচ্ছন্ন পাপানল জ্বলিয়া উঠে। দুই খণ্ড শুষ্ক ইন্ধন লইয়া ক্ষণকাল ঘর্ষণ কর, দেখিবে অল্পকাল মধ্যেই তাহা প্রজ্বলিত হইবে।

অতঃপর বুদ্ধদেব দলের এইরূপ হীনভাব নিরীক্ষণ করিয়া ইহার পবিত্রতারক্ষার্থ কঠোর শাসনপ্রণালী স্থির করা আবশ্যক মনে করিয়া বৈরাগ্যের কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। ইহার নাম প্রতিমোক্ষ। উহা ভঙ্গ করিলে বিশেষ দণ্ডনীয় ও আশ্রম হইতে বহিস্কৃত হইতে হইত। এই ভাবে কঠোর প্রণালী অবলম্বন করাতে ভিক্ষুদল সুশাসিত হয়। মানবহৃদয় নিরতিশয়

নূতনপ্রিয়, ক্রমাগত বিচিত্র ঘটনাবলী না দেখিলে বাস্তবিক তাহার উৎসাহ উদ্যম নির্ব্বাণ হইয়া যায়। গৌতম রাজগৃহে আসিবামাত্র প্রথম প্রথম কয়েক দিবস লোকের মনে উৎসাহ ছিল। শারি পুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের ধর্ম্ম-গ্রহণের পর আর কেহ নূতন তাঁহার শ্রেণীভুক্ত না হওয়াতে গ্রামস্থ লোকেরা ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল। শিষ্যেরা যখন ভিক্ষার্থ লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিতেন, সকলে তাঁহাদিগকে ও স্বয়ং বুদ্ধকেও বড় তিরস্কার করিত, অযথা কথা বলিয়া চিত্তকে ব্যথিত করিত। তোমাদের গুরু কি এক নূতন মত বাহির করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টিস্বরূপ পুত্রদিগকে সন্ন্যাসী করিয়া গৃহশূন্য করিতেছে, দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এই বলিয়া নগরবাসীরা তাঁহাদিগকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিত। তাঁহারা ইহার সদুত্তর দিতে অক্ষম বিধায় আপন উপদেষ্টার নিকট জানাইতেন। ইহা শুনিয়া শাক্যসিংহ তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিলেন, বুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম ও পবিত্রতা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কোন অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চাহেন না। পূর্ব্বতন বুদ্ধেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন। তিনি কেবল সত্যপ্রচার দ্বারা লোক পাইয়াছেন, অপর কোনরূপ কৌশল তিনি জানেন না। যাহার হৃদয় এই ধর্ম্মগ্রহণ

করিতে চায় তিনি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন শুনিলেন যে, গৌতম সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক জীবন পাইয়াছেন; শত শত লোক তাঁহার অমৃতময় উপদেশকদম্ব শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও পবিত্র হইয়া যাইতেছে, পাপী সাধু হইতেছে। তখন রাজা তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর তিনি রাজকুমারের নিকট এক লোক প্রমুখাৎ বলিয়া পাঠাইলেন যে বৃদ্ধ রাজা তোমাকে এক বার দেখিতে চান, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখা দিয়া যাও। গৌতম পিতার সস্নেহ বচনে বিগলিত হইলেন, এবং সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে কপিলবস্তু নগরীতে উপনীত হইলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যের নিয়মানুসারে সহরের প্রান্তরের বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সহরে বাহির হইলেন। নগরের দ্বারে আসিয়া ভাবিলেন ভিক্ষার্থ রাজদ্বারে যাইব কি না? কেন যাইব না? সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম দ্বারে ২ ভিক্ষা করা ইহাতে আর মান অপমান নাই। এই স্থির করিয়া রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময় রাজার কর্ণগোচর হইল যে কুমার অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। ইহা শ্রবণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন যে সত্যই গৌতম সশিষ্য ভিক্ষা

করিতেছেন। তিনি তাঁহার উজ্জ্বল মুখজ্যোতি দর্শন মাত্র অবিরল ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভু, কেন তুমি আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছ, কেন তুমি উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছ। আমি কি এতগুলি সন্ন্যাসীর আহার যোগাইতে পারিতাম না?" গৌতম রাজার বিষণ্ণতা ও লজ্জিত ভাব দর্শন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা সন্ন্যাসিজাতি, এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তিই আমাদের ধর্ম্ম, ইহার জন্য আপনি আর কেন আক্ষেপ করিতেছেন?" তাঁহার এই কথায় রাজার চিত্ত প্রবোধ মানিল না। তিনি পুনরায় বলিলেন, "দেখ কুমার, আমরা রাজবংশসম্ভূত যোদ্ধা ও বীরতনয়। আমাদের বংশের কেহ কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।" গৌতম বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ও আপনার পরিবারস্থ লোকেরা রাজবংশজাত বলিয়া অভিমান করিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার জন্ম পূর্ব্বতন সন্ন্যাসী বুদ্ধগণ হইতে। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। পিতঃ, আমি সেই পিতৃদত্ত গুপ্ত ধন পাইয়াছি, তাহা আপনাকে উপহার দেওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তিনি পিতাকে ধর্ম্মের সার কথা বলিলেন। "প্রবুদ্ধ হও নিদ্রিত থাকিও না, পবিত্র জীবনলাভে যত্নবান্ হও, যাহারা ধর্ম্মপথে বিচরণ করে তাহারা ইহকাল পরকালে পরমানন্দ সম্ভোগ করে। অতএব পাপ জীবন পরিত্যাগ করিয়া

সাধু জীবনের অনুসরণ কর, যাহারা সৎপথে থাকে তাহারা ইহামুত্র পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।" সামান্য কথায় বুদ্ধ একটি গভীর সত্য ব্যাখ্যা করিলেন, রাজা শুদ্ধোদন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই নশ্বর দেহ যেমন পার্থিব পিতৃসম্ভূত, তদ্রূপ সাধু আত্মাসকল পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। মহাপুরুষেরা শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধুতা, দৃষ্টান্ত, পবিত্র জীবন ও স্বর্গীয় গভীর দেশে নিত্য ইহকালে জীবিত থাকেন। যোগ ভক্তি সমাধি ধ্যান প্রেম বৈরাগ্য চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম পুণ্য ও ত্যাগস্বীকার এই স্বর্গীয় ধন তাঁহাদের জীবনবৃক্ষের সুস্বাদু ফল। মানবীয় আত্মার সহিত তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে। যখন তাঁহাদের সহিত আমাদের গভীর যোগ হয়, তখন তাঁহারা আমাদের আত্মাতে একীভূত হইয়া যান, তখন তাঁহাদের সমুদায় ধন আমাদের আত্মাতে অবতীর্ণ হয়, তাঁহারা আমাদের আত্মাতে পরিণত হইয়া যান, সমুদায় স্বতন্ত্রভাব বিদূরিত হইয়া যায়। ভক্তেরা ভক্তিসাগরে, যোগিগণ যোগসমাধিতে মৎস্যের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। যখন আমরা ভক্তি কি যোগে মগ্ন হই, তখন আমরা তাঁহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া এক হইয়া যাই। ইহার নাম যথার্থ সারূপ্যযোগ।

অনন্তর মহারাজ শুদ্ধোদন কুমারের কথায় কোন উত্তর

না দিয়া তাঁহার ভিক্ষা পাত্র স্বয়ং হস্তে লইয়া গৌতমকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তথায় পরিবারস্থ সমুদায় নর-নারী ও দাসদাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি তথায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। যিনি ছিলেন রাজতনয় তিনি এখন ধর্ম্মরাজ হইয়াছেন, সুতরাং রাজশরীরে আত্মার স্বর্গীয় শোভা সংযুক্ত হওয়াতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত হইয়াছে। মস্তক-কেশহীন, গাত্রে গৈরিক বস্ত্র, হস্তে ভিক্ষা পাত্র, চরণদ্বয় উপানদ্বিহীন, কুমারের অঙ্গে আর কোন ভূষণ নাই, কেবল ধর্ম্মই একমাত্র অলঙ্কার হইয়া নবীন সন্ন্যাসীর অনুপম জ্যোতি ও দিব্যলাবণ্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিল। মাতৃস্বসা ও বিমাতা গৌতমী ও অপরাপর রমণীগণ নিকটে আসিয়া অবিরল বেগে গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর এক একবার কুমারের প্রতি চাহিয়া দুই একটী কথা বলিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কুমার চাহিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে গোপা অনুপস্থিত। সহচরীরা আসিবার সময় গোপাকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন "আমার যদি কোন মূল্য থাকে, যদি বাস্তবিক আকর্ষণ থাকে, তবে গুণধর স্বয়ং আমার নিকট আসিবেন। আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি ঘরে বসিয়াই তাঁহাকে ভালরূপে অভ্যর্থনা করিতে পারিব।" বিশুদ্ধ প্রেম, তুমিই কি সেই সচ্চিদানন্দ

পুরুষ ? না তুমি তাঁহার অনুপম লাবণ্য, তুমি মানব মানবীর অন্তরস্থ পবিত্র বন্ধন। তুমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যোগ ভক্তির মিলন করিবার জন্য নরনারীকে পরিণয়-সূত্রে গ্রথিত কর। তোমার অপার মহিমাগুণে এই দুই আত্মা পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একীভূত হইয়া যায়। গৌতম সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন বটে, কিন্তু গোপার নির্ম্মল প্রণয় বিস্মৃত হয়েন নাই। সহধর্ম্মিণী আসেন নাই বলিয়া তিনি দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য সমভিব্যাহারে পত্নীর গৃহাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। প্রথমে তিনি শিষ্যদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিলেন যে যদি এই রমণী আমায় স্পর্শ করেন তবে তোমরা কোনরূপে বাধা দিবে না। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী গোপা দূর হইতে শ্মশ্রুহীন মুণ্ডিতকেশ গৈরিকবসনপরিধায়ী অনুপম-কান্তি এক সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি-তেছেন দেখিয়াই দৌড়িয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন এক প্রজ্বলিত হুতাশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, সে তেজ দুঃসহ। আর তিনি মনে করিতে পারিলেন না যে গুণধর তাঁহার স্বজা-তীয় লোক, কোন্ দেবাত্মজ এই ভাবিয়া তিনি গলদশ্রু-লোচনে পদতল হইতে উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ইতাবসরে রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রবধূর পক্ষ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত মনে করিলেন। বলিলেন "দেখ,

তোমার পত্নী কেমন অন্তরের সহিত তোমায় ভাল বাসেন। তুমি যে অবধি গিয়াছ তদবধি তিনি সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, একাহারে ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া কোনরূপে দিনপাত করেন। বুদ্ধ যদিও বৈরাগ্যের নিয়মানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণপর্য্যন্ত কোন ললনার শরীরমাত্রও স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু পত্নী পদস্পর্শ করাতে তিনি কিছুমাত্র প্রতিরোধ করিলেন না। কারণ এইরূপ করিতে দেওয়াতে তিনি তাঁহার চিত্তকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিলেন, সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মচক্রে ও নির্ব্বাণসাগরে আনয়ন করিলেন। সেই বিশুদ্ধ প্রেম আরও ঘনীভূত হইল। বাস্তবিক গোপা গৌতমকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমে বিগলিত হইয়া গেলেন, সাত বৎসরের বিচ্ছেদযন্ত্রণা ক্ষণমাত্র দর্শনেই ভুলিয়া গেলেন। কারণ সতীত্বে প্রকৃত বিরহ নাই, সাময়িক ও শারীরিক অদর্শন মাত্র। হৃদয়ের স্পর্শমণি সদা অন্তরেই বিরাজমান থাকে, তাহার আর সঞ্চরমাণ ভাব নাই। একারণ উভয়েই উভয়ের মধ্যে শুদ্ধ স্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে কিছু গাঢ় প্রবাস করিলেন, রাজপরিবারস্থ অনেকের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। গৌতমীগর্ভজাত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকে প্রথমে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। একথা রাজার কর্ণগোচর হওয়াতে রোদন করিয়া রাজ্ঞীর নিকট গিয়া আক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। দেখ, আমি নিতান্ত দুর্ভাগা, কে বা রাজ্য ভোগ করে, কেই বা বংশ রক্ষা করে, আর কেই বা পিণ্ডদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করে, এক গণ্ডূষ জল দেয় এমন লোক আর দেখি না। শাক্য-সিংহ আবার কিছু দিন পরে ভিক্ষার্থ রাজভবনে আসিয়াছেন। এমন সময় গোপা রাহুলকে উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি পিতার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন চাও।" রাহুল এই কথা শুনিয়া বলিল, "মা, পিতা কে তাহাত আমি জানি না, আমি এক রাজাকেই চিনি। কে আমার পিতা?" গোপা গবাক্ষের অন্তরাল হইতে অঙ্গুলি দ্বারা নিদর্শন করিয়া বলিলেন, "ঐ যে উজ্জ্বলকান্তি সন্ন্যাসী দেখিতেছ, উনিই তোমার পিতা। উহাঁর অনেক ধন আছে। উনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া অবধি উহাঁকে আর আমরা দেখি নাই। উহাঁর নিকট গিয়া তুমি স্বীয় অধিকার প্রার্থনা কর। বল গিয়া যে, পিতঃ, আমি তোমার পুত্র আমি এই বংশের প্রধান, অতএব আমাকে তুমি তোমার অধিকার দান কর।" রাহুল মাতার নিকট এই কথা শিক্ষা করিয়া নির্ভয়চিত্তে ও সস্নেহ ভাবে পিতার নিকট পৈতৃক ধনের ভিখারী হইল, এবং বলিতে লাগিল, "পিতঃ, আমি তোমায় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।" বুদ্ধদেব তাহার কথায় বড় কর্ণপাত করিলেন না, কোন উত্তর না দিয়া আহারাদি করিয়া ন্যগ্রোধ উদ্যানে চলিয়া গেলেন,

বালকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নাছোড়বান্দা, আবার সেখানে গিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল।

বুদ্ধ এতক্ষণ নিরুত্তর ছিলেন। দেখিলেন যে শিষ্যগণের মধ্যে কেহই নিবারণ করিতেছে না। তখন তিনি মনে করিলেন, বালক পিতার নিকট সেই নশ্বর ধন চাহিতেছে যাহা অনর্থের মূল। কিন্তু আমি বোধিদ্রুমতলে যে সপ্ত রত্ন পাইয়াছি, আমি ইহাকে তাহারই অধিকারী করিব, ইহাকে আধ্যাত্মিক জগতের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব। ঐ নিরীহ দ্বাদশবর্ষীয় বালক ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না। সে কেবল জননীর কথায় ধনের ভিখারী হইয়াছে, বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে ধনের কথা উল্লেখ করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতেছে। তখন মুনিবর অন্তরঙ্গ শিষ্য শারিপুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এই বালকের মস্তকমুণ্ডন করিয়া দিয়া ইহাকে দলভুক্ত কর।" পৃথিবীর পিতা মাতা অতিসাদরে ও সস্নেহে স্বীয় পুত্রকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ধন দিয়া থাকেন, কিন্তু শাক্য রাহুলকে এমন ধন দিয়া গেলেন যে আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইল তাহা এখনও ক্ষয় হয় নাই, কোন কালে ক্ষয় হইবার ও নহে। পিতা যদি স্বীয় তনয়কে সাধু ও অমর জীবন দিয়া যাইতে পারেন, তবে তাহার বাড়া আর পৈতৃকধন কি আছে?

এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমার রাহুলেরও মস্তক মুড়াইয়া দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। একে বৃদ্ধ, তাহাতে শোকানলে হৃদয় ভগ্ন; বিশেষ একমাত্র আশাপ্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহাও আবার নির্ব্বাণ হইল, ইহা ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কুমারের প্রতি নিরতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, দেখ আমার একটী কথা রক্ষা করিতে হইবে, "পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তুমি কোন সন্তানকে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করিবে না।" শাক্য বুদ্ধ পিতার এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। পিতার অনুরোধ রক্ষা করাতে রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তপোধন শাক্য এখানে যত দিন ছিলেন, প্রায় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। এখান হইতে তিনি পুনরায় রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অনোমা নদীতীরে অনুপ্রিয় নামক স্থানের চূতবনে কিছু দিন বাস করিলেন। এই স্থানটি তাঁহার অতিশয় প্রিয়, ভাবযোগে তাঁহার সকলই স্মরণপথে উদিত হইল। এই স্থান হইতেই তিনি ছন্দককে বিদায় দেন এবং এই নদীতে অবগাহন করিয়া প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। এই কারণে তথায় কয়েক দিন ধর্ম্মালাপ ও ধ্যানে অতিবাহিত করিলেন।

তিনি যখন কপিলবস্তু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ ও উপালী তাঁহার সঙ্গে চলিয়া

আসে। তৎকালে রাজা শুদ্ধোদনের আর তিন সহোদর জীবিত ছিলেন, শুক্লোদন অমৃতোদন ও ধৌতোদন। শুদ্ধোদন সর্ব্বসমেত চারিভ্রাতা। শুক্লোদনের পুত্র আনন্দ ও দেবদত্ত। অমৃতোদনের দুই পুত্র মহানাম ও অনিরুদ্ধ। উপালী এক নরসুন্দরতনয়। উপরোক্ত চারি ব্যক্তিকে এই স্থানে দীক্ষিত করিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত দিলেন। কি আশ্চর্য্য! মহাত্মা একবার দেশে গিয়া ঘরের প্রায় সমুদায় আত্মীয়গুলিকে বাহির করিয়া আনিলেন, এবং অনেকের চিত্তে এই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়া আসিলেন। কি অদ্ভুত, যাঁহার ধর্ম্ম গভীর জ্ঞানপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক, তপঃসিদ্ধ, সেই ধর্ম্মের এমন কি আকর্ষণ ছিল যাহাতে মুগ্ধ হইয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি স্ত্রীপুত্র ও পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া লোকে ব্যাকুল হইয়া তাহা অবলম্বন করিত, চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে এ প্রশ্ন সহজে উদয় হইতে পারে। কিন্তু যখন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়, তখন বেশ প্রতীত হয় যে যদিও নির্ব্বাণতত্ত্বের দার্শনিক অংশ কঠিন, কিন্তু ইহার অপরাংশ বড় হৃদয়গ্রাহী ও সহজ। পবিত্রতা, শান্তি, অমরত্বলাভ, নিত্য আনন্দ, গভীর প্রেম ও জীবে দয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবে লোকের চিত্ত অতিশয় তৃপ্ত ও সুখী হইত। অপিচ তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে লোকে আরও মুগ্ধ হইয়া যাইত। এমন প্রত্যক্ষ ধর্ম্মগ্রহণ না করিয়া কে থাকিতে পারে?

মত্ত দার্শনিক রকম হইলেও সাধুজীবনের অপার মোহিনী শক্তি। পতঙ্গ যেমন স্বভাবতঃ অগ্নির দিকেই গতি সঞ্চালন করে, তদ্রূপ সংসারাসক্ত শান্তিবিহীন পাপদগ্ধ মনুষ্য সাধুজীবনরূপ শীতল জলে অবগাহন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। এই দ্বিবিধ কারণে লোকে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িত। আরও সেই সময়ে শুষ্ক ক্রিয়াকলাপমাত্রই ধর্ম্ম ছিল। পাপ, হিংসা, পশুবধ প্রভৃতি অতিশয় কদাচার প্রবল থাকাতে জীবনের শান্ত মনোহর সুখজনক পবিত্র ভাব ব্রাহ্মণাদি সাধারণ চিত্ত বড় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। বুদ্ধ তখন খুব আধ্যাত্মিক ভাবে শান্তি ও পবিত্রতার কথা প্রচার করাতে শ্রোতৃবর্গ সহজেই নূতন বলিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। এই কারণেই চিন্তাশীল জ্ঞানপ্রবণ আত্মা দলে দলে তাঁহার শরণাগত হইয়া সুখী হইত।

অনন্তর তিনি সশিষ্য রাজগৃহে দ্বিতীয় বার বাস করিলেন। ঐ স্থান পর্ব্বতবেষ্টিত মনোহর বলিয়া তিনি বিশেষ অনুরাগের সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেন। অনাথপিণ্ডদ নামে এক ধনী যুবা বণিক্ রাজগৃহে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া বড় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মধুর বচনাবলী শ্রবণমানসে শ্রাবস্তিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বুদ্ধদেব তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়া অন্তেবাসিগণ সমভিব্যাহারে শ্রাবস্তিতে গমন করিলেন।

শ্রাবস্তি প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর, ইহা বারাণসীর উত্তর পশ্চিম প্রায় ৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও নেপালী তরাইয়ের অন্তর্গত। সেই সময়ে এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও কোশলরাজ প্রসন্নজিতের রাজধানী ছিল। ইহার নিম্ন দেশে ঐরাবতী স্রোতস্বিনী বহমান থাকাতে ইহার শোভা ও বাণিজ্যের উন্নতি ছিল। কনিংহাম সাহেব বলেন, ইহার বর্ত্তমান নাম সাহেত মাহেত, অধুনা ভগ্নাবশেষমাত্র। অনাথপিণ্ডদ জেতবন নামে এক মনোহর উদ্যানে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই স্থানের বাহ্য দৃশ্য বড় সুন্দর বিধায় শাক্যমুনি এখানে বহু দিন কালাতিপাত করেন। এই শ্রাবস্তি তাঁহার প্রধান বিহারের স্থান ছিল। বহু শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি এখানেই ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, মনোহর বক্তৃতায় অনেকের চিত্ত বিগলিত করিয়াছিলেন। রাজা প্রসন্নজিৎ স্বয়ং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজ্যের অনেক প্রজাকে বৌদ্ধমতাবলম্বী করেন। তথাগত এই শ্রাবস্তিতে ক্রমান্বয়ে বর্ষার সময়ে চারি বার বিহার করিয়াছিলেন। এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপেটকের প্রথম সূত্রসকল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং আত্মজ রাহুলকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অষ্টাদশ বর্ষে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করেন এবং মহারাহুলসূত্রবিষয়ে উপদেশ দেন। রাহুল বিশেষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্ববিষয়ে

তিনি অনেক প্রশ্ন করিতেন, ধর্ম্মজ্ঞ তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তৃতীয় বারে ঐ রাহুলকে যে উপদেশাবলী প্রদত্ত হয় তাহার নাম রাহুলসূত্র হইয়াছে। বর্ষা কালে বহু শিক্ষার্থী এখানে একত্রিত হইতেন এবং শিক্ষা ও সাধনতত্ত্ব অবগত হইয়া নির্ব্বাণের পরমরসাস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতেন। বাস্তবিক শ্রাবস্তিই তাঁহার প্রধান বিহারভূমি ছিল। এখান হইতে তিনি বৈশালীর মহাবন বিহারে বাস করেন। তথায় উগ্রসেন নামে এক সামান্য যাদুকরকে স্বধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করেন। ঐ ব্যক্তি নাকি চমৎকার দড়ি বাজি জানিত।

ইত্যবসরে পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া অনতিবিলম্বে তিনি পুনরায় কপিলবস্তুতে আসিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজা শুদ্ধোদন মুমূর্ষুপ্রায়, শোকতাপ ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ শীর্ণ। তখন তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসর হইবে। অন্তিম কালে গুণধর পুত্রকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশান্বিত হইলেন। পর দিবস প্রাতে রাজা এই নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর শাক্য বংশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। কারণ গৃহের সমুদায় যুবা তনয় সন্ন্যাসী হইয়া সিদ্ধার্থের অনুসরণ করাতে সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। যে কপিলবস্তু নগরের কত সমৃদ্ধি তাহা যেন তিমিরাবৃত শোকাচ্ছন্ন হইল, রাজগৃহে শোকবিলা-

পের ধ্বনিতে নিরন্তর শব্দায়মান হইতে লাগিল। রাজ-পরিবারস্থ রমণীগণ নিতান্ত নিরাশ্রয়া অসহায়া হওয়াতে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে মহাবনবিহারে লইয়া আসিলেন। প্রজাবতী গৌতমী, যশোধরা গোপা ও অপরাপর পুরবাসিগণ অনুরাগের সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। অনিরুদ্ধ মাতা সন্দ ও তাঁহার ভগ্নী রোহিণীও তাঁহাদের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ এই নারীগণের সতীত্ব, ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা বিষয়ে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়তম আনন্দের অনুরোধে ইহাদিগকে লইয়া একটি অভিনব সন্ন্যাসিনীদল সংস্থাপন করিলেন। স্বীয় পত্নী গোপা তাহার প্রধান ও নেত্রীপদে অভিষিক্তা হইলেন। এই বামা বৈরাগিণীদিগকে ভিক্ষুণী নামে অভিহিত করা হইল। কি আশ্চর্য্য বিধাতার লীলা! শাক্য সিংহ যে ধর্ম্মানুরোধে গৃহের আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার সেই ধর্ম্মেতে সকলকেই পাইলেন। স্ত্রী পুত্র তাই ভগ্নী বিমাতা একে একে তাঁহারই শরণাগত হইলেন। ছিল সংসার হইল স্বর্গপুরী! পার্থিব সম্বন্ধ বিদূরিত হইয়া অবশেষে পবিত্র বৈরাগ্যে তাঁহাদের সম্মিলন হইল! কি চমৎকার ব্যাপার। কোন মহাপুরুষের ভাগ্যে এরূপ অপরূপ সংঘটন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আরও সুখের বিষয় এই যে তাঁহার আত্মীয়েরাই প্রায় এদলের প্রধান নেতা হইয়াছিলেন। কি স্বর্গীয় যোগ!

অনলে অনল মিশিল, প্রেমে প্রেম মিলিল,"সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে।" যশোধরা গোপার হৃদয়নদী শাক্যের গভীর জীবনসমুদ্রে আসিয়া একীভূত হইয়া গেল। কি অনুপম শোভা! স্বর্গীয় প্রেম দূরতা ও স্বতন্ত্রতা জানে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে দুই প্রকৃতির আদর্শ হইলেন। পুণ্যের যোগ, চন্দ্রসূর্য্যের মিলন। রাহুলমাতা শাক্যমুনির প্রিয়তমা শিষ্যা মধ্যে পরিগণিতা হইলেন। একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! যেন জ্বলন্ত পাবন। এত সহজ পারিবার নহে? পুণ্যের অগাধজলধিতে সকলে মগ্ন হইলেন; ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ বিলুপ্ত হইয়া গেল।

মুনিবর শাক্য পরে ইহাঁদিগকে মহাবনবিহারে রাখিয়া কৌশাম্বীর মকুল পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। এখন ইহাকে কোসম বলিয়া থাকে। ঐ গিরি এলাহাবাদের পশ্চিম দক্ষিণ, বিন্ধ্যগিরির শাখামাত্র। ঐ স্থানে তিনি একাকী নির্জ্জনতাজনিত অপার ধ্যানসমাধির সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় বেশ লক্ষিত হয়। অনেক সময় জীবন কর্ত্তব্যস্রোতে ভাসমান হইয়া যায়, পৃথিবীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন অতলস্পর্শ গভীর আধ্যাত্মিক সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যায়। মহাপুরুষেরা এক এক বার সমুদায় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপার সাগরে ডুবিতেন এবং জীবনের অন্নপান সংগ্রহ

করিতেন। এজন্য তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রয়োজন। এইভাবে মকুলগিরি উপরি বিশ্রাম করিয়া শাক্য রাজগৃহে পুনরায় উপনীত হইলেন। বিম্বসার পত্নী রাজ্ঞী ক্ষেমা এই অবসরে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিলেন, অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ও সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনীর জীবন সার করিলেন। এই ব্যাপারে রাজ্যমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কুলের কুলবধূগণ সশঙ্কিত হইলেন, সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, কে এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া নগরবাসিনীদিগকে সন্ন্যাসিনী করিয়া দিতেছে। ক্ষেমার ধর্মগ্রহণে নবীনা গৃহিণীদের স্বামীরা এরূপ সাবধান হইতে লাগিলেন যে ভিক্ষুগণের উপদেশে বৈরাগিণী হইয়া তাহারা চলিয়া না যায়। এমন কি তৎকালে যেন ঘরে ঘরে বিভীষিকার ব্যাপার হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের উপদেশের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, মন দিয়া একবার নির্ব্বাণতত্ত্ব শুনিলে সে আর গৃহে থাকিতে পারিত না। রাজগৃহে তাঁহার এক শিষ্য অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা ভিক্ষাপাত্র লাভ করিয়াছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে জনরব উঠিল, অনেকে ভীত হইয়া এই ধর্ম্মের শরণাগত হইতে লাগিল। বুদ্ধদেব তাহা অবগত হইয়া তাহার পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি এজন্য বিশেষ সতর্ক হইলেন যে কোনরূপ প্ররোচনাতে যেন লোকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ না

করে। শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবে নির্ব্বাণলাভার্থে মুমুক্ষুগণ তাঁহার শরণাগত হইলেই প্রকৃত কার্য্য হইবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ বিশ্বাস করিতেন। পর বৎসরে বর্ষাকালে তথাগত কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী সংসুমার পর্ব্বতে বিহার করিতে আসিলেন। ঐ স্থানে নকুল ও মগালির পিতা মাতা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করেন। এখান হইতে তিনি দ্বিতীয় বার কৌশাম্বীতে যান। মগালি ইহাঁর শিষ্যগণের মধ্যে অতিশয় বক্র প্রকৃতির লোক, সুতরাং কোন কারণে গৌতম ও আনন্দের বিষম বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাসাশ্রম ভগ্ন করিবার উপক্রম করিল, বেশ দুই পক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। উভয়পক্ষ মধ্যে সহিষ্ণুতা ক্ষমা প্রেম সংস্থাপন করিতে তিনি যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইল না বিধায় অগত্যা নিতান্ত দুঃখিত মনে তিনি একা পারিলেয়ক বনে চলিয়া গেলেন।

এই স্থানে গ্রামস্থ লোকেরা নিভৃত বনে তাঁহার জন্য এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ঐ স্থানে তিনি বর্ষার চারি মাস অবস্থিতি করেন। এ দিকে ভিক্ষুগণ লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইয়া অবশেষে গুরুর সন্নিকট আসিয়া শরণাগত হইয়া পড়িলেন ও অতিকাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আসিবা মাত্র দয়ালু গৌতম সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "স্বাহারা বিষয়ের তুচ্ছত্ব অবগত

নহে তাহারা বিবাদ করিতে পারে, তাহাদের পক্ষেও একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি দূরদর্শী সুধীর প্রশান্ত জ্ঞানীর সঙ্গ পাইয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে সুখে বিহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার সঙ্গ ইহার বিপরীত, বরং অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, তাহার পক্ষে একা থাকাই শ্রেয়ঃ। অতএব তোমাদের সঙ্গ আর আমার প্রয়োজন নাই, আমি একাকী জীবন যাপন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিব, তোমরা আমার কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক।” তাঁহার এই নিতান্ত কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই ভাব দেখিয়া শাক্যের হৃদয় দয়াতে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তখন তিনি তাহাদিগের সহিত শ্রাবস্তি নগরে উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে মগধে পুনরায় চলিয়া যান। এখানে বীজবপকের আখ্যায়িকা দ্বারা ব্রাহ্মণতনয় ভরদ্বাজকে স্বীয় পথে আনয়ন করেন। এই ব্রাহ্মণের কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল, তিনি কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা সিদ্ধার্থ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া ইহাঁর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তেজস্বী পুরুষ দেখিয়া গৃহের অপরাপর সকলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া সমাদর করিলেন, কিন্তু ভরদ্বাজ সন্ন্যাসী দেখিবামাত্র অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন। গৃহ হইতে বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া বলিলেন, “দেখ, শ্রমণ ঠাকুর! আমি ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করি, তাই

শস্য হয়, আর আহার করিয়া শরীর রক্ষা করি। তুমিও যদি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া কর্ষণ কর ও বীজ বপন কর, তাহা হইলে সহজে আহার পাও, এরূপ দুঃখ পাইবার কোন প্রয়োজন নাই।” তদুত্তরে শাক্য বলিলেন, “ও হে ব্রাহ্মণ, আমিও যে কৃষিকার্য্য করি ও বীজ বপন করিয়া থাকি, তজ্জন্যই আহার উপস্থিত হয়।” তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলেন, “বেশ তুমি বৈরাগী, তুমি আবার কৃষক কিরূপে? তোমার বলদ নাই, বীজও নাই, হলও নাই, তবে আর কৃষিকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে?” ইহা শুনিয়া শাক্য বলিলেন, “বিলক্ষণ, কেন বিশ্বাস আমার বীজ, যাহা আমি মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকি, সাধুকার্য্য আমার জলসেচন, ইহা যত করি তত ভূমি উর্ব্বরা হয়, জ্ঞান ও বিনয় আমার ফাল এবং আমার চিত্ত পরিচালক রশ্মি। আমি ধর্ম্মরূপ হলমুষ্টি ধরিয়া আছি। ব্যাকুলতাই আমার তাড়নী, পরিশ্রম আমার বলদ। এইরূপে আমি কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকি, ইহাতে ক্ষেত্রজ অবিদ্যাকণ্টকতরুসকল বিনষ্ট হইয়া যায়; তৎপরে নির্ব্বাণের অমৃতময় অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন হয়। দেখ, এবংবিধ কৃষিকার্য্যে দুঃখের অবসান হয়।” এই আখ্যায়িকার প্রত্যেক ভাব ভরদ্বাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল, কে যেন তাঁহার চিত্ত কাড়িয়া লইল, কি এক অপরূপ ভাব তাঁহার আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া

ফেলিল। ব্রাহ্মণ আর আত্মস্থ থাকিতে পারিলেন না, তন্দণ্ডেই জীবন বুদ্ধের চরণে সমর্পণ করিলেন এবং কৃষিকার্য্য ও বলদ হল ছাড়িয়া ভিক্ষুর নূতনবিধ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

শাক্যসিংহ পুনরায় বর্ষা ঋতুতে চালিয় গ্রামে মাসত্রয় বাস করিয়া শ্রাবস্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধ বনে গিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করেন। তথায় মহানাম নামে তাঁহার অপর এক খুল্লতাতপুত্র পিতা শুদ্ধোদনের রাজত্বের অধিকারী হইয়া রাজকার্য্য করিতেন, তাঁহার সুমধুর উপদেশ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। এই বার শাক্যরাজ্য একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল, আর বংশের মধ্যে কেহই উত্তরাধিকারী রহিল না। কথিত আছে, যশোধরা গোপা সন্ন্যাসী হওয়াতে দণ্ডপাণি শাক্যের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত দিয়াছিলেন। এই পাপে নাকি তিনি সবংশে উৎসন্ন হইলেন।

এখান হইতে আলবী হইয়া রাজগৃহে আবার কিছু দিন বিহার করত বেণুবনবিহারে চারি মাস অতিবাহিত করেন। তথায় এক দিবস তিনি দেখিলেন যে, এক শিকারী ব্যাধ জাল বিস্তার করিয়া এক মৃগ ধরিয়াছে। বুদ্ধদেব বড় দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন, জীবের ক্লেশ কোন প্রকারে দেখিতে পারিতেন না, সুতরাং আস্তে আস্তে ঐ

মৃগকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া এক তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ঐ ব্যাধ দূর হইতে সমুদায় দেখিতেছিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা ধ্যানাবস্থায় সংজ্ঞাহীন শাক্যের শরীর স্পর্শ না করিয়া ভূপতিত হইল। অতঃপর ঐ ব্যাধ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শাক্য তখন ধ্যানভঙ্গ করিয়া তাহাকে দয়া ও প্রেমের কথা বলিতে লাগিলেন, সে তখন চিত্রার্পিতের ন্যায় হতভম্ব হইয়া শুনিতে শুনিতে অবশেষে তাঁহার শরণাগত হইল। উহারা সপরিবারে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীচ বৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তৎপরে তথাগত শ্রাবস্তিতে ফিরিয়া আবার কিছুকাল বিশ্রাম করেন। প্রথমে বুদ্ধ স্বয়ং ভিক্ষার্থ দ্বারে দ্বারে যাইতেন, কিন্তু শেষে নিতান্ত বয়োধিক্য বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এক শিষ্য তাঁহার জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিত। কিন্তু এব্যক্তি তাহাতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া স্বীয় গুরুদেবকে বড় অবমাননা করিত। ইহা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য জানিয়া শাক্য অতঃপর আনন্দকেই তাঁহার নিতান্ত অনুগত সঙ্গী করিলেন। আনন্দ ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কিছু কাল পরে দূরতর স্থান ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়াতে শাক্যসিংহ দক্ষিণ প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া আসিলেন। রাজগৃহ ও শ্রাবস্তি এই দুই বিহার তাঁহার

সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি এই দুই বিহারে প্রবাস করিতেন।

একদা সিদ্ধার্থ রাজগৃহে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক শিষ্য দেবদত্ত তথায় রাজা বিম্বসারতনয় অজাতশক্রর সহিত মিলিত হইয়া তৎসাহায্যে এক বিহার নির্ম্মাণ করত এক স্বতন্ত্র দল সংস্থাপন করিতে উদ্যত হয়। দেবদত্ত আনন্দের সহোদর ও শাক্যের আত্মীয় ভ্রাতা। ঐ ব্যক্তির প্রকৃতি তত বিশুদ্ধ ছিল না, বিশেষতঃ কিছু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হওয়াতে স্বয়ং এক জন গুরু ও নেতা হইবার বাসনা করিত। গৌতম বেণুবনবিহারে আছেন শুনিয়া দেবদত্ত তাঁহারই নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার অধীনে স্বতন্ত্র সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি এবং আপনার বৈরাগ্যপ্রণালী অপেক্ষা আমি কঠিনতর শাসনপ্রণালী ও পবিত্রতানুসারে সন্ন্যাসীদিগকে পরিচালিত করিতে অভিলাষ করি। কিন্তু তিনি তাহার কথায় সম্মতি না দেওয়াতে দেবদত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহিভাবে চলিয়া গেল। ঐ দুষ্টমতি অবশেষে অজাতশক্রর প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া গর্হিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। কথিত আছে, দেবদত্তের কুমন্ত্রণায় অজাতশক্র পিতা বিম্বসারকে হত্যা করিয়া মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। সুগত যত দিন জীবিত ছিলেন, ঐ হতভাগ্য পাপমতি তাঁহার জীবনবিনাশের জন্য তিন বার

প্রয়াস করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তিনি বর্ষার সময় যখনই এই বেণুবনবিহারে আসিতেন, তখনই ঐ দুষ্ট শিষ্য তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে অবমাননা করিত, এবং তাঁহাকে আসিয়া বলিত যে, "ভিক্ষুদিগের এই প্রধান ধর্ম্ম যে,তাহারা নগরের দূরবর্ত্তী অনাচ্ছাদিত প্রান্তরে শয়ন ও অবস্থান করে ; এরূপ বিহারে থাকা কখন উচিত নহে। পরিত্যক্ত চীরখণ্ড পরিধেয় হওয়া কর্ত্তব্য, নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া অথবা বিহারে প্রদত্ত অন্ন না লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াই জীবন ধারণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, এবং শুদ্ধসত্ব শ্রমণের পক্ষে মৎস্য মাংস একেবারে নিষিদ্ধ। অতএব আপনি এইরূপ নিয়মে কেন চলেন না ?" তদুত্তরে শাক্য বলিলেন, "স্থানবিশেষে এরূপ নিয়ম রক্ষিত হইতে পারে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসিগণের পক্ষে অবশ্যপালনীয়রূপে নির্ণীত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ যুবা ও কোমলপ্রকৃতির সন্ন্যাসীরা এই কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে অক্ষম। ভিক্ষু ঔদরিক না হন, এতদ্ভিন্ন আহারের প্রতি এত বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক নাই। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ খাদ্য প্রচলিত, ভিক্ষু তাহাই গ্রহণ করিবেন। নির্ব্বাণপ্রার্থী সন্ন্যাসীর পবিত্র হওয়াই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তরুতলে বা গৃহবাসে, পরিত্যক্ত ছিন্ন বা ধনিপ্রদত্ত নব বসন পরিধানে, মৎস্য মাংস ত্যাগে বা গ্রহণে কিছু আসে যায় না।

দেখ এই সকল বিষয়ে এত কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিলে নির্ব্বাণের পথে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। অতএব এইরূপ একবিধ নিয়ম করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। কারণ কেহ দুর্ব্বল, কেহ সবল, কেহ বা কোমলস্বভাব, কেহ কঠোর প্রকৃতি, কেহ কষ্টসহিষ্ণু, কেহ বা তত সহিষ্ণু নহে, সুতরাং নির্ব্বাণপ্রার্থীর পক্ষে বাহ্য বৈরাগ্যসাধনে এত কঠোরতায় উপকারিতা নাই। আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও সাধন নিতান্ত কর্ত্তব্য।” দেবদত্ত ধর্ম্মরাজ গুরুর এই কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল, এবং শেষে নিজে এক স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া কতকগুলি সন্ন্যাসী ও শ্রমণদল গঠন করিয়া কিছু দিন ধর্ম্ম-সাধনের ভাণও করে প্রচারও করে; কিন্তু স্বল্প দিনের মধ্যেই ইহার লীলা সংবরণ করিতে হইয়াছিল। অজাতশত্রু কেবল নামে বৌদ্ধ ছিলেন। গৌতমের মৃত্যুর একবর্ষ পূর্ব্ব ইনি শ্রাবস্তি অধিকৃত এবং কপিলবস্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব প্রায় ৪৪ বৎসর প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় মগধ অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান এবং দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৎসরের মধ্যে আট মাস পর্য্যটন করিতেন ও চারি মাস এক স্থানে পর্ণকুটীরে অবস্থিতি করিয়া উপদেশ দিতেন। বর্ষাকালে চাতুর্মাস্যের সময় গ্রামস্থ লোকরা প্রায় উপদেশ

শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিত, সেই অবকাশে খুব মধুর বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন।

অনন্তর তিনি সর্ব্বশেষে বৈশালীতে সমাগত হন। আধ্যাত্মদৃষ্টি সহকারে উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এই বিবেচনায় এক দিন তথায় সমুদয় অর্হৎ, স্থবির ভিক্ষু, শ্রমণ ও শ্রাবকদিগকে সমবেত করিয়া এই উপদেশ দিলেন। "হে ভিক্ষুগণ! সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা কর, সাধন কর, পূর্ণ হও, নির্ব্বাণ লাভ কর। যে ধর্ম্ম আমি প্রকাশ করিলাম, তাহা ইতস্ততঃ প্রচার কর। এই পবিত্রতা ও নির্ব্বাণধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী হয়, শত শত নরনারী সুখ ও কল্যাণের জন্য উহাতেই যেন নিত্যকাল স্থিতি করে। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে শান্তি বিস্তার ও দুঃখ অবসান করিতেই যেন এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। হে ভিক্ষুগণ! অল্পদিনের মধ্যেই তথাগত ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন। মাসত্রয়ের ভিতর তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমার বয়সপূর্ণ হইয়াছে, জীবনের কার্য্যও শেষ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমি এখন তোমাদিগকে রাখিয়া যাইতেছি, এখন তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে চাই। ভিক্ষুগণ! অনুরাগী ধ্যানপরায়ণ ও পবিত্র হও; প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালনে দৃঢ়তর হও, স্বীয় হৃদয়ের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখ। যে অনুরাগের সহিত এই ধর্ম্মের অনুসরণ ও

সাধন করিবে,সেই জীবনসাগরে পার হইবে এবং দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবে।"

স্থবিরগণ তাঁহার শেষোক্তি শ্রবণ মাত্র বিস্ময়ান্বিত ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং সকলে ম্রিয়মাণ হইয়া আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরে গম্ভীরপ্রকৃতি সুগত একান্তে নিকটে কাশ্যপকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "দেখ তোমার সহিত আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিব, তোমাতে আমি এবং আমাতে তুমি, এই ভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে নিত্য অবস্থান করিব, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সকলের পরিচালক হইয়া থাকিবে।" কাশ্যপ তখন নিতান্ত দীনভাবে প্রেমের সহিত তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। কি চমৎকার! তিনি আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করিয়া বিচ্ছেদজনিত ক্লেশ হইতে শিষ্যদিগকে মুক্ত করিলেন। এইত প্রকৃত যোগ,ধর্ম্ম ও প্রেমে যে যোগ স্থাপিত হয় তাহা কদাপি বিচ্ছিন্ন হয় না। পাছে শিষ্যগণ তাঁহার অদর্শনে দুর্ব্বল ও সাধনহীন হইয়া পড়ে, এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলেন।

অনন্তর তিনি বৈশালী হইতে কুশী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পাবা গ্রামে চণ্ড নামে নীচ জাতির গৃহে আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি আত্মবৎ সেবা করিবে বলিয়া শূকরের মাংস ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার ভিক্ষার এই এক প্রধান নিয়ম ছিল যে, দাতা যাহা দিত তাহাই আশী-

স্বাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ তাঁহাকে মাংসাদি আহার করাইত না। তবে তাঁহার কোন স্পষ্ট নিষেধও ছিল না। চণ্ডের সেই মাংস অন্ন গ্রহণ করিয়া শাক্য সিংহ কিঞ্চিৎ পীড়াগ্রস্ত হইলেন; উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন; পথে যাইতে যাইতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, চলচ্ছক্তি রহিত হইল, তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরে কুকুষ্টা নদী তীরে উপবেশন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। আনন্দ জল পান করাইয়া তাঁহাকে কতকটা সুস্থ করিলেন। পরে নদীতে অবগাহন করিয়া তিনি বরং সবল হইয়া বেশ আরাম পাইলেন। এইরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া কুশী নগরের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তিনি বেশ বুঝিলেন যে মৃত্যু তাঁহার আসন্ন। তখন তিনি শান্ত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে চণ্ডের প্রদত্ত আহার্য্য আমার এই সাংঘাতিক পীড়ার কারণ। তাহাতে তিনি কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ বা ভীত হইলেন না, বরং শান্ত ও ধীর থাকিয়া তাহারই শুভ চিন্তনে দয়ার্দ্র হইলেন। চণ্ড যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে সে আপনাকে তিরস্কার করিয়া আত্মঘাতী হইবে এবং অপরে আমার মৃত্যুর কারণ অবগত হইলে গরিব চণ্ডকেই সকলে ভৎ র্সনা করিবে; এই ভাবিয়া তিনি আনন্দকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ তুমি চণ্ডকে বলিও যে তোমার জন্মান্তরে

বিশেষ পুরস্কার লাভ হইবে, কারণ তোমারই অন্নে সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীতে দুই ব্যক্তি তাঁহার যথার্থ হিতকাঙ্ক্ষী বন্ধু, সুজাতা ও চণ্ড। সুজাতার প্রদত্ত অন্নে বোধি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে জীবন রক্ষিত হইয়াছিল, আর চণ্ডের ভিক্ষান্নে ইহলোক হইতে অবিসৃত হইলেন। সুগত চণ্ডের প্রতি কি অপার ক্ষমা দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন, পাছে তাহার হৃদয় দুঃখিত হয়, তজ্জন্য কত সান্ত্বনা ও মধুর বচনে প্রবোধ দিলেন। তিনি জীবন ও মৃত্যু দুই সমান ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে এই ত' আমার অন্তিমকাল, এখন জীবনের কিছু গূঢ় কথা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক বিধায় প্রিয় শিষ্য আনন্দকে কাছে বসাইয়া তিরোভাব হইলে কিরূপে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ বলিয়া দিলেন। অপিচ ভিক্ষুকী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, দেখ ইহাঁদের মধ্যে শুদ্ধতা ও বৈরাগ্য যাহাতে প্রবল থাকে তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে। স্থবিরগণের সহিত সন্ন্যাসিনীদিগের সম্বন্ধ ও ব্যবহার বিষয়েও অনেক গভীর কথা আনন্দকে শেষ উপদেশ দিলেন। নারী শিষ্যাদিগের সম্বন্ধে তিনি যে সকল নিয়ম ও সাধন নিরূপণ করিয়াছেন তাহা যেন বিশেষরূপে প্রতিপালিত হয়। স্থবির ও ভিক্ষুসকল যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, ইহার একটি নিয়মও যেন

অন্যথা না হয়, তিনি দৃঢ়রূপে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন।

তাঁহার এই বাক্যাবসানে আনন্দ নিতান্ত ভগ্নোদ্যম ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং একান্তে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! এখনো ত আমি পূর্ণ হই নাই, আমার সিদ্ধিলাভের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে ভগবান্ লোকনাথ গুরুদেব আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন? তিনি যে আমায় বড় ভাল বাসিতেন, আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। এইরূপে রোদন করিতে করিতে আনন্দ অস্থির হইয়া গেলেন, তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল, গুরুদেবের প্রেম ও স্নেহ স্মরণে হৃদয় উথলিত হইতে লাগিল, শোকাবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। আনন্দ অতিশয় কোমল প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন এবং শাক্যের প্রিয় ও অনুগত ছিলেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশ আনন্দের হৃদয়ে যেন জ্বলন্তভাবে মুদ্রিত হইত। তিনি গুরুর প্রত্যেক কথার অনুসরণ করিতে যত্নবান্ ছিলেন। আনন্দ নির্জ্জনে গিয়া রোদন করিতেছেন, গৌতম ইত্যবসরে দেখিলেন আনন্দ নিকটে নাই। তাঁহার রোদনধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া এক শিষ্যের দ্বারা ডাকাইয়া আনিলেন, অনেক সান্ত্বনা ও নির্ব্বাণের আশা দিয়া বলিলেন, "আনন্দ, আমিত তোমায় সংসারের অনিত্যতাবিষয়ে অনেক বার বলিয়াছি। দুঃখিত হইও না

বিলাপ করিও না। আমি কি তোমাকে বলি নাই যে আমরা অত্যন্ত প্রিয়তম ও সুখকর বিষয় হইতেও বিচ্ছিন্ন হইব ? এই অবনীমণ্ডলে যে কোন জীব প্রেমে সাম্মালত হউক না, কেহই বিচ্ছেদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আনন্দ, তুমি আমার সহিত অনেক দিন হইতে আছ, আমার অতিশয় প্রিয় নিকটস্থ, তুমি সেবা ও দয়া চরিত্র, ধ্যান ও কথায় আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তুমি নিয়ত সৎকার্য্য করিয়াছ, এখন সাধনে দৃঢ় ও অধ্যবসায়ী হও, তবে অজ্ঞানতার শৃঙ্খল যে জীবনতৃষ্ণা তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।” অতঃপর অপরাপর শিষ্যের প্রতি চাহিয়া আনন্দের দয়া ও আত্মদৃষ্টি উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিলেন।

যে দিন তিনি এই নশ্বর ধূলিময় দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্ব্ব রজনীতে কুশীনগরস্থ সুভদ্র নামে এক দার্শনিক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ এই ভয়ে ব্রাহ্মণকে গুরুদেবের নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন যে পাছে অনেক ক্ষণ কথোপকথনে রোগ বৃদ্ধি হয় ও কাতর হইয়া পড়েন। এদিকে বুদ্ধদেব তাঁহাদের কথা শুনিয়া জানিতে পারিয়া সুভদ্রকে নিকটে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণ তদবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শেষ ছয় জন গুরু কি সমুদায় বিষয় জানিতেন, অথবা কতক অংশ জানিতেন, কিংবা কিছুই জানিতেন না। তিনি বলিলেন, ‘দেখ এখন এ বিষয় চর্চ্চা করিবার সময়

নহে। তুমি শ্রবণ কর, আমি আমার ধর্ম্মের তত্ত্ব তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি মুক্তি ও নির্ব্বাণ বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিলেন, যাহা আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। অষ্ট প্রকার পবিত্রতা-সাধনের মার্গও বুঝাইয়া দিলেন। নির্ব্বাণের প্রথম শুদ্ধ ও অন্তে প্রেম, এই শেষ কথা বলিয়া তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। সুভদ্র তাঁহার এই উপদেশে ঐ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ভগবান্ শাক্যসিংহ ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন দেখিয়া তখন তিনি আনন্দ প্রভৃতি ভিক্ষু ও স্থবিরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা মনে করিও না যে আমার কথা নিঃশেষিত হইল, গুরুদেব ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, আর আমাদের কেহই নাই। আমার প্রচারিত ধর্ম্ম উপদেশ ও সাধনপ্রণালী তোমাদের চির উপদেশার্থ নেতা হউক। ভিক্ষুগণ, এই সময় তোমাদের কাহারো কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে তবে বল। ধর্ম্ম বা মার্গে অথবা সাধুতা বিষয়ে প্রশ্ন থাকিলে মীমাংসা করিয়া লও, আর আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে না, এখন শেষ অবস্থা। পুনরায় বলিতেছি এই শুভ মুহূর্ত্ত।" এই কথা বলিয়া তিনি কিছু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল দেখিয়া তিনি মনে করিলেন,

ইহারা নির্ব্বাণের চরম সাধনে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি স্নেহ ও প্রেম বশতঃ স্থির থাকিতে পারিলেন না। ~~মৃত্যুশয্যা~~ হইতে পুনরায় বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমার শেষ উপদেশ, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, অতএব নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন, একেবারে সংজ্ঞা রহিত হইলেন।

হায়! সুগত বহুশিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া অশীতি বৎসর বয়সে শুক্লপক্ষে বিশাল শালতরুতলে কুশী নগরে অন্তর্হিত হইলেন। ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে ৫০০ শত শিষ্য রাখিয়া শাক্যসূর্য্য অস্তমিত হইলেন। যিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পরসেবা ও নির্ব্বাণপ্রচারে যত্নবান্ ছিলেন, যিনি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া পরকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার অদর্শনে ও বিচ্ছেদে সাধারণ ভিক্ষুগণ অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বিলাপ ও খেদোক্তিতে যেন গগন আচ্ছাদিত হইল, বনের পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদিও যেন সমদুঃখী হইল; কিন্তু অর্হদ্গণ বিচ্ছেদ অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিলেন। অতঃপর সকলে সুস্থির হইয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃত দেহ নব বস্ত্রে আবৃত করিয়া স্থাপিত করিলে মহাকাশ্যপ ও অপরাপর পাঁচ শত ভিক্ষু উহা তিন বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম

করিলেন এবং তাঁহার চরণবন্দনা ও স্তব স্তুতি করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। অসার নশ্বর শরীর ক্ষণেকের মধ্যে ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশেষ হইল। ভক্ত-সমূহ সেই ভস্মরাশি ধাতুময় পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্প তদুপরি আচ্ছাদিত করতঃ নৃত্য গীত করিতে করিতে নগর মধ্যে আনয়ন করিলেন। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্ত দিবস রক্ষিত হইল। পরিশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি খণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর রামগ্রাম, উথ দ্বীপ, পাওয়া এবং কুশী নগর, এই আট স্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি আটটি স্তূপ নির্ম্মিত করা হইল। মহাসত্ত্ব বুদ্ধদেবের প্রতি লোকের এতাদৃশী ভক্তি ও অনুরাগ হইয়াছিল যে সেই সময়ে তাঁহার দন্ত ও কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অভিধর্ম্ম চিন্তামণি ও সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে বোধিমার্গের বিষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ এক আদি বুদ্ধ আছেন, তিনি অনাদি, অনন্ত, চিৎস্বরূপ, অশরীরী, মূলাধার ও সকলের কারণ। তাঁহা হইতে পাঁচটি বুদ্ধ প্রসূত হয়, তাঁহারা আদি বুদ্ধের অধীন। ইহাঁরা পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ পাঁচ আত্মস্বরূপ হইতে এই ত্রিবিধ

সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন জাতি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানব মানবীর রচনা বোধিসত্ত্বদিগের [illegible] তাঁহারাই শাসনকর্ত্তা। ফলতঃ জড় ও সচেতন জগৎ এক [illegible] বুদ্ধ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব আদি বুদ্ধ হইতে সম্ভূত হইয়া মানবের চিত্ত, ভাব ও বেদনা গঠন করিয়া থাকেন। রত্নপাণি, বজ্রপাণি, সমন্তভদ্র, পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি, এই পঞ্চ বোধিসত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে বিশ্বের স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগের শাস্তা ও পাতা পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর।

সম্পূর্ণ।

[IM]PERIAL [LI]BRARY